ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 May, 2020 ■ আগরতলা, ২১ মে ২০২০ ইং ■ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ে ৭২ জনের মৃত্যু পরিস্থিতি দেখতে আজ যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.)।। আমফান-র তান্ডবে পশ্চিমবঙ্গে ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শুধু কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৫ জন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এই সংবাদ দিয়েছেন।বৃহস্পতিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে রাজ্য সচিবালয়ে জরুরি সভা করেছেন। ওই বৈঠকে মুখ্য সচিব রাজীব সিনহা, স্বরাষ্ট্রসচিব ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং কলকাতার প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখনও পর্যন্ত ৭২ জন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেছে। তবে, এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। যদিও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানাননি। তবে, কমপক্ষে এক লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অবশ্য, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পুরোপুরি মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

গোটা দেশ পশ্চিমবঙ্গের পাশে আছে। বৃহস্পতিবার এই আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ নিয়ে দুটি টুইট করেছেন তিনি।আমপান সাইক্লোনে পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যয়ের ছবিটা দেখছি। বিপদের এই সময় গোটা দেশ ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাশে আছে। এই রাজ্যের মানুষের ভালোর জন্য প্রার্থনা করছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।অপর একটি টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, এনডিআরএফ (জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী) সাইক্লোন-পীড়িত অংশে কাজ করছে। পদস্থ আধিকারিকরা এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিষয়টির তদারকি করছেন। দুর্গতদের সহায়তার সব রকম চেষ্টা করা হবে।প্রসঙ্গত, আমফান-র প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় এনডিআরএফ কাজ করে চলেছে।

রাজ্যে আমপান পরিস্থিতি দেখার জন্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই আর্জিতে সাড়া দিয়ে শুক্রবারই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ দিন রাতে প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে টুইট করে জানানো হয়েছে, আগামিকাল আকাশপথে রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন করবেন মোদী। একই সঙ্গে ওডিশাতেও যাবেন তিনি। এর পর গোটা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর।

শুক্রবার সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামার কথা রয়েছে মোদীর। এর পর তিনি সেখান থেকে বসিরহাটে যেতে পারেন। সেখানে এক প্রস্থ বৈঠকের কথা রয়েছে তাঁর। সেখান থেকে ফের কলকাতা বিমানবন্দরে আসবেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ সেখান থেকে ভুবনেশ্বরের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

ধবার অতি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে আমপান ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। ঘন্টায় ১৫৫-১৬৫ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়েছিল এ রাজ্যে। কোথাও আবার ঝড়ের গতি উঠেছিল ঘণ্টায় ১৮৫ কিলোমিটার। রাতেই নবান্নে বসে পুরো বিষয়টা নজরদারি চালিয়েছেন মমতা নিজেই। আমপানের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলার জন্য দেশের মানুষের কাছে সাহায্যের আর্জি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভ্যন্তরীণ যাত্রী বিমান পরিষেবা শুরু ২৫ মে থেকে

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি. স.)।। অভ্যন্তরীণ যাত্রী বিমান পুনরায় চালু করার ঘোষণার একদিন পরই বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক বিমান, বিমানবন্দর এবং যাত্রীদের জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করেছে। বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে বিমান ভাড়া-র নিম্নতর ও উচ্চতর যে সীমা নির্ধারিত হবে করোনা ভাইরাস (কোভিড -১৯) মহামারী চলাকালীন বিমান সংস্থাকে তা অনুসরণ করতে হবে। আগামী ২৫ মে অভ্যন্তরীণ যাত্রী বিমান পরিষেবা শুরু'র প্রথম দিনেই কেবলমাত্র এক তৃতীয়াংশ বিমান চলাচলে অনুমতি দেওয়া হবে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, যাত্রীদের অবশ্যই তাদের বিমানের নির্ধারিত প্রস্থান সময়ের দুই ঘন্টা আগে বিমানবন্দরে প্রবেশ করতে হবে। শুধুমাত্র ওয়েব চেক-ইন যাত্রীদের টার্মিনাল ভবনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। সাথে আরো জানিয়েছে, যাত্রীরা শুধুমাত্র একটি চেক-ইন ব্যাগ বহন করতে পারবেন এবং বিমানের ভেতরে কোন খাবার সরবরাহ করা হবে না। তবে, যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের সুবিধা থাকবে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, করোনা মহামারী-র জন্য ২৫ মার্চ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত হয়েই ফিরতে পারেন রাজ্যের নাগরিকরা, সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী বললেন এখনই অগ্নিপরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। কিছুদিনের মধ্যেই বিমান, ট্রেন ও সড়কপথে বহিঃরাজ্য থেকে ৪০ থেকে ৫০ হাজার রাজ্যের নাগরিকরা ফিরে আসবেন। তাদের সাথে নিশ্চিতভাবে আসতে পারে করোনা আক্রান্তরাও। তাই এখনই রাজ্যবাসীকে সতর্কতার সঙ্গে করোনা প্রতিরোধে সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভিডিও বার্তায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, এখনই আমাদের করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অগ্নিপরীক্ষা।

তিনি বলেন, যারা বহিঃরাজ্য থেকে ফিরবেন তাদের রাজ্য সরকার পাঁচ জনে এক জন অনুপাতে কোভিড ১৯ এর নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। তা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি বলেই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি বিহারের উদাহরণ টেনে বলেন, সেরাজ্যে ২ লক্ষ এর মত পরিযায়ী নাগরিকরা ফিরে গেছেন। অথচ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে মাত্র ১৯০০। সেই তুলনায় ত্রিপুরায় ৫০ রাজ্যের সাধারন নাগরিকদের, আর ৫০ বহি:রাজ্য থেকে আগতদের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন রাজ্যের পক্ষেই সবার নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।

মুখ্যমন্ত্রী এদিনের ভিডিও বার্তায় কোভিড ১৯ মোকাবেলায় রাজ্যস্তরে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কেও অবহিত করেন। এতে রাজ্যস্তর, জেলা ও নগর স্তরের পাশাপাশি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ স্তরের কমিটিগুলির গুরুদায়িত্ব পালনের আহ্বান রাখেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই বহিঃরাজ্যে আটকে থাকা বিশাল অংশের নাগরিকরা রাজ্য ফিরে আসবেন। তারা বাড়ি ফিরলেই ১৪ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বাধ্য করতে হবে। এতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে গ্রাম কমিটিগুলিকেই। যেসব এলাকায় এখনো কমিটি গঠন করা হয়নি, সেখানে দ্রুত কমিটি গঠন করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোন পরিবারে যদি কেউ বহিঃরাজ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক বিবাদের জেরে মাকে কুপিয়ে জখম করল ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ মে।। এই সমাজ কতটা নীচু। এই সমাজের কালো চেহারা থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না জন্মদাত্রী মাও। এই সমাজে এখন ছেলের হাতে নির্যাতিতার শিকার জন্মদাত্রী মা। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক রাত আটটায় ছেলের দায়ের কোপে জখম হয় মা। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন নোয়াপাড়া এলাকায়। আহত মার নাম রানুয়ারা বেগম(৫৮) এবং অভিযুক্ত ছেলের নাম মামন মিয়া (৩৮)।

জানা গেছে, অনেকদিন আগে থেকেই তাদের পরিবারে ঝামেলা চলছিল। অভিযুক্ত ছেলে মামন প্রায়শই তার মা এবং বাবাকে দা নিয়ে আঘাত করতে আসে। আক্রান্ত মা জানিয়েছেন প্রচুর পয়সা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও দুজন করোনা আক্রান্ত ১৪৮ জন সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। বহিঃরাজ্য ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকরা ক্রমশ রাজ্যের চিন্তা বাড়াচ্ছে। চেন্নাই ফেরত এক করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে থাকা আরও একজনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। শুধু তাই নয়, চুরাইবাড়িতে বহিঃ রাজ্য ফিরত আরও এক ব্যক্তির কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। স্বাভাবিক ভাবেই বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের মধ্যে আরও কতজন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন তা সহজে অনুমান করা সম্ভব নয়। কারণ, বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের ১ঃ৫ অনুপাতে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই চিকিৎসা নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের পুণর্মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

আজ রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ট্যুইট বার্তায় বলেন, ৮৪৭টি নমুনা পরীক্ষায় ২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তিনি সকলকে নিরাপদে থাকতে এবং সরকারী নিয়ম পালনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

এদিকে, আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী ২৩ জন। এদের মধ্যে শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টারে ১৯জন এবং ৪ জন এ জি এম সিতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে ৩৯১ জন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৫১৬৬ জন। আজ পর্যন্ত মোট নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১৭ হাজার ৭৩৫ জনের। নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ১৬ হাজার ৮৭৩ জনের। এদের মধ্যে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ১৭৩ জনের। এই পজিটিভদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ১৪৮ জন। আজ পর্যন্ত রাজ্যের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৮৫.৫৫ শতাংশ। প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় রাজ্যে নমুনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে সকালে নাবালিকা অপহরণ বিকালে উদ্ধার, ধৃত অপহরণকারী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। বৃহস্পতিবার সাত সকালে প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি যাওয়ার পথে এক নাবালিকাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায় ২১ বছরের এক যুবক। ঘটনা খোয়াই পহরমুড়া এলাকায়। অপহরণের ১২ ঘণ্টার মধ্যে নাবালিকাকে উদ্ধার করল খোয়াই থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় এদিন খোয়াই পহরমুড়া ছকবের এলাকার দ্বাদশ শ্রেণী পাঠরত নাবালিকা সকালে প্রাইভেট টিউটরের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। সেই সময় খোয়াই দেউলীটিলা এলাকার এক যুবক জয়ন্ত দাস জোর পূর্বক পহরমুরা এলাকা থেকে তুলে নিয়ে যায়। দুপুরে নাবালিকার বাড়ি থেকে খোয়াই থানায় মামলা রজু করে। সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিপাড়ার যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার রামনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার রামনগর ৪নম্বর রোডে কল্লোল ক্লাবের পাশ মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তিকে নিশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। নিহতের নাম দীপঙ্কর পাল। বাড়ি রাজধানীর শান্তি পাড়া এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনাস্থলের প্রায় ৫০০ মিটার দৌড়ে নিহতের মোটরবাইকটি পাওয়া গেছে। বাইকটিও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এটি কোন ধরনের দুর্ঘটনা নয়, তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সকালে রামনগর ৪ নম্বর রোডের শেষভাগে মৃতদেহটি রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় জনগণ রামনগর আউটপুটের পুলিশকে খবর দেন। ঘটনার খবর পেয়ে রামনগর আউটপোস্ট ওসি রাজু দত্তের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়, উদ্ধার করা হয় নিহতের বাইকটিও। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল দীপঙ্কর পাল। তারপর রাতে বাড়িতে ফিরে আসেনি। রামনগর ৪ নম্বর রোডে কেন বাইক নিয়ে ওই যুবক গিয়েছিল তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে স্থানীয় জনগণের আশঙ্কা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকায় নেশা কারবারিদের বাড়বাড়ন্ত দীর্ঘদিন ধরে চলেছে।

নেশা কারবারকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে এক ব্যক্তির মৃত্যু প্রতাপগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে নিখোঁজ থাকার পর সন্ধ্যায় পুকুরের জল থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ঘটনা প্রতাপগড় শ্যামসুন্দর পাড়া এলাকায়। এদিন পুকুরের জলে ভাসমান অবস্থায় দেখা যায় টুটন রুদ্র পালের মৃতদেহ। খবর দেওয়া হয় মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি ও দমকল কর্মীদের।

ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। এলাকাবাসীর সহায়তায় পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহ। ৩৩ বছর বয়সী টুটন রুদ্রপাল পেশায় সাফাই কর্মী ছিলেন। পুলিশ জানায় দিনের বেলা থেকে নিখোঁজ ছিল এই ব্যক্তি। পরে পুকুরের জল থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। পুলিশের প্রাথমিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষ খাইয়ে বানরকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার শিকারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ মে।। বন্যপশু হত্যা করে ঘরে নিয়ে যাবার সময় শান্তিরবাজারের লোকজন আটক করলো এক ব্যক্তিকে। জানা যায় আলস্য বাজারের বাসিন্দা শ্রীমঞ্জয় রিয়াং শান্তিরবাজারে এসে বাঁদর হত্যা করে যাবার পথে শান্তিরবাজার স্ট্যান্ডে আসার পর লোকজনের মনে সন্দেহ হয়। তারা দেখতে পায় শ্রীমঞ্জয় রিয়াং বাঁদর মেরে নিয়ে যাচ্ছে। এর পরেই সকলে মিলে শ্রীমঞ্জয় রিয়াংকে আটক করে। পরবর্তী সময় খবর দেওয়া হয় শান্তিরবাজার থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে থানার লোকজন শ্রীমঞ্জয় রিয়াংকে থানায় নিয়ে যায়। অপরদিকে বাঁদরটিকে উদ্ধার করে শান্তির বাজার পশু হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাঁদরটিক মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা যায় বাঁদরটিকে ময়নাতদন্ত করা হবে। এই ঘটনা সম্পর্কে শ্রীমঞ্জয় রিয়াং জানান তিনি কলার মধ্যে বিশ দিয়ে বাঁদরটিকে খাইয়ে মেরেছে। এই ব্যাপারে বনদপ্তর একটি মামলা হাতে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

মহারানীপুরে আগুনে পুড়ল তিনটি বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। তেলিয়ামুড়ার মহারানীপুরে অল্পেতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল তিনটি ঘর। সংবাদ সূত্রে জানা যায় মহারানী পুরের গোপাল দাসের বাড়িতে বৃহস্পতিবার রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার লিক করে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনী আসার আগে স্থানীয় লোকজনরা গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান। যথারীতি তারা আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিধাই সীমান্তে বেড়া কেটে দুস্কৃতিদের হানা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। বুধবার গভীর রাতে সিধাই থানাধীন কলকলিয়ার কৃষ্ণনগর গ্রামের মঞ্জু দাস এবং দিলীপ সরকারের গোয়ালে হানা দেয় চোরেরা। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বাড়ির লোকেরাটের পেয়ে হইচই শুরু করেন। এদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া লাগোয়া এই দুটি বাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে আসে কৃষ্ণনগর এলাকার মনু বিওপির সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান। গ্রামবাসীরা চোরদের ধাওয়া করলে বর্ডার ফেন্সিং এর কাটা অংশ দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় চোরেরা।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একজন জওয়ান চোরদের ধাওয়া করে করেকাঁটাতারের ওপারে চলে যান। বেশ অনেকটা সময় চোরেদের ধাওয়া করে ওই বিএসএফ জওয়ান। বাধ্য হয়ে চোরের দল দুটি গাভী ছেড়ে পালিয়ে যায়। যদিও একটি গাভী নিতে সক্ষম হয় চোরেরা। রাতে একটি গাভী উদ্ধার করা সম্ভব হলেও অপরটি পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে উদ্ধার করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। তবে বর্তমানে সীমান্তে এই কঠোর আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সীমান্তে কাঁটাতার কেটে গরু নিয়ে যাওয়ার ঘটনা সত্যি চাঞ্চল্যকর। স্থানীয়দের দাবি সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে ফেন্সিং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক ও দ্বাদশের বাকি পরীক্ষাগুলি ৫ জুন থেকে শুরুর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছেঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। কোভিড-১৯ উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের যে সকল বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া যায়নি সেগুলি আগামী ৫ জুন, ২০২০ থেকে শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। তিনি বলেন, মাধ্যমিক স্তরের নতুন কোর্সের সবগুলি পরীক্ষাই সম্পন্ন হয়েছিলো। কিন্তু মাধ্যমিকের ওল্ড কোর্সের কিছু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা ফাজিল, মাদ্রাসা আলিমের কিছু কিছু বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া যায়নি।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, প্রতি ক্ষেত্রেই পরীক্ষার সময়সূচি আগের মতোই অর্থাৎ দুপুর ১২টা থেকে ৩টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। উচ্চমাধ্যমিকের সংস্কৃত ও স্ট্যাটিসটিক্স বিষয়ের পরীক্ষা হবে ৫ জন, ২০২০। ৬ জন ইকোনমিক্স, ৮ জন সাইকোলজি, ৯ জন আরবিক ও মিউজিক, ১০ জন জিওগ্রাফি, ১১ জন হোম ম্যানেজমেন্ট এণ্ড হোম নার্সিং ও নিউট্রিশন বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে। মাদ্রাসা ফাজিলে কলা বিভাগে ৬ জন হবে ইকোনমিক্স বিষয়ের পরীক্ষা, ৯ জন আরবিক (গ্রপ-সি) বিষয়ের পরীক্ষা। মাধ্যমিকে ওল্ড সিলেবাস ওল্ড প্যাটার্নের ৫ জন হবে ফিজিক্যাল সায়েন্স, ৬ জন হবে লাইফ সায়েন্স বিষয়ের পরীক্ষা। মাদ্রাসা আলিমের নিউ সিলেবাস নিউ প্যাটার্নে ৬ জন হবে আরবিক, ৮ জন তাফসির, ৯ জন হাদিস বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে। মাদ্রাসা আলিমের ওল্ড সিলেবাস ওল্ড প্যাটার্নে ৫ জন ফিজিক্যাল সায়েন্স, ৬ জন লাইফ সায়েন্স, ৮ জন তাফসির, ৯ জন হাদিস বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, উচ্চমাধ্যমিকের মোট পরীক্ষার্থী ২৭,১৪২ জন ছিলো। ৫ জন থেকে যে বিষয়গুলির পরীক্ষা নেওয়া হবে তাতে মোট ৮,৭৪৯ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা মোট ৫৮টি সেন্টারের ৮২ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। ধলাই জেলার কুলাই দ্বাদশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২১৮ ▫ ২২ মে ২০২০ ইং ▫৮ জ্যৈষ্ঠ ▫ শুক্রবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মিটার অটোর মাহাত্ম

ত্রিপুরায় যাত্রী পরিবহণ আজ সাধারণের আয়ত্বের বাহির চলিয়া গেল। এই রাজধানী আগরতলায় গণপরিবহনের ক্ষেত্রে অটো রিক্সার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। এই পরিবহণের সঙ্গে বহু চালকের ভাগ্যও জড়াইয়া আছে। অনেক দিন আগেই রাজ্য সরকার ঘোষণা করিয়াছিল যে, অটো রিক্সায় মিটার লাগাইতে হইবে। এই ঘোষণার পর হাওড়া গোমতী দিয়া অনেক জল গড়াইয়াছে। শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার ঝাড়িয়া কাশিয়াছে। সোমবার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানাইয়াছেন পুর নিগম এলাকায় সমস্ত অটোতে বসিবে মিটার। দুই স্তরে ভাড়ার বিন্যাস মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়াছে। শীঘ্রই মিটার আটো সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারী হইবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালের ৫ই জুলাই এবং ২০১৯ সালের ২০ জুন ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা পুর নিগম এলাকায় মিটার অটো চালু সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়াছিল। তাহাতে ভাড়ার তিনটি স্তর বিন্যাস করা হইয়াছিল। কিন্তু, লিগ্যাল মেট্রোলজি দপ্তর ভাড়ার বিন্যাসে তিনটি স্তরে আপত্তি জানায়। তাঁহাদের পরামর্শ মতো ভাড়ার স্তর হইতে হইবে দুইটি। তাহার বেশী রাখা যাইবে না। সেই মতো মন্ত্রিসভা ভাড়ায় দুটি স্তরের অনুমোদন দিয়াছে। ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, অটোয় উঠিলেই ৪.২ কিমি পর্য্যন্ত যাত্রীকে ভাড়া গুনিতে হইবে ত্রিশ টাকা। তাহার পর প্রতি এক কিমি ভাড়া দিতে হইবে অতিরিক্ত ৭.২ টাকা করিয়া। একটি অটোয় সর্বোচ্চ তিন যাত্রী একত্রে যাইতে পারিবেন। তাহারা এই অটো ভাড়া নিবেন। সেক্ষেত্রে অটোর কোন নির্দিষ্ট রুট থাকিবে না।

মিটার অটোতে আগরতলা পুর নিগমের যাত্রী অভ্যস্ত নহেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে এই মিটার অটো চালুর ক্ষেত্রে যাত্রীদের বাড়তি ভাড়া গুনিতে হইবে কিনা? নির্দিষ্ট রুট না থাকার ফলে অটো বিভিন্ন জায়গা হইতেই গন্তব্যে যাওয়া যাইবে। কিন্তু, নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড না থাকিলে যাত্রীদের সমস্যা হইতেই পারে। এমনিতে অটোতে চাপিলেই চালককে ন্যূনতম ত্রিশ টাকা দিতে হইবে। অনেক সময় আরও দুইজন যাত্রী পাওয়া না গেলে কি হইবে। একজন যাত্রী যাহার তাগদা ও প্রয়োজন বেশী তিনি সেই বর্ধিত ভাড়া একাই বহন করিবেন। সমস্যা হইয়াছে বর্তমানের বিভিন্ন অটো রুটে যেমন যাত্রীদের ভীড় লাগিয়া থাকে আবার কোনও কোনও রুটে যাত্রী তেমন থাকে না। কিংবা তিনজন যাত্রী যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ অটোর চাকা লড়িবে না। যাত্রী দুর্ভোগ কোনও কোনও রুটে মারাত্মক। বর্তমানে কোনও কোনও রুটে কাঁঠাল বোঝাই করিয়া যাত্রী বহণ করে কোনও কোনও অটো চালক। প্রাণের ঝুঁকি নিয়া আটো চালকরা বাড়তি আয়ের পথে হাটে। রাজ্য সরকার তাহা বন্ধ করিতে পারে নাই। রাজ্যের মিটার অটো চালু হইলে সেই বাদুড় ঝোলা অবস্থা হইতে যাত্রীরা সত্যিই নিস্কৃতি পাইবে তো?

ত্রিপুরায় বেসরকারী বাস এখনও চালু হইল না। কারণ কম যাত্রীতে তাহাদের পোষাইবে না। রাজ্য সরকার টিআরটিসি ও অন্যান্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বাস চালাইবার উদ্যোগ না নিলে যাত্রী দুর্ভোগ বাড়িতেই থাকিবে। লকডাউন অনেকখানি শিথিল হইয়াছে। গণপরিবহণ ব্যবস্থা চালু না হইলে সমস্যা তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। রাজ্যে সব্জি চাষীরা মার খাইতেছে। এইসব সব্জি রাজ্যের বাইরে রপ্তানী হইত। কিন্তু, রাজ্যেও তো এই সব সব্জি বিভিন্ন বাজারে পৌঁছানো যাইতেছে না। রাজ্যে গণপরিবহণের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়া ভাবিতে হইবে। অটো রিক্সায় মিটার লাগানো হইলে সত্যি সত্যিই চালকরাা লাভবান হইবেন কিনা এখনও বলা মুশকিল। তবে, এক্ষেত্রে যাত্রীদের গলা কাটিয়া মিটার চালুর সিদ্ধান্ত পুরবাসী মানিয়া নিবে কিনা বলা মুশকিল।

দুর্গতদের সহায়তার সব রকম চেষ্টার আশ্বাস মোদীর

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : গোটা দেশ পশ্চিমবঙ্গের পাশে আছে। বৃহস্পতিবার এই আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ নিয়ে দুটি টুইট করেছেন তিনি।

আমপান সাইক্লোনে পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যয়ের ছবিটা দেখছি। বিপদের এই সময় গোটা দেশ ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাশে আছে। এই রাজ্যের মানুষের ভালোর জন্য প্রার্থনা করছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

অপর একটি টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, এনডিআরএফ (জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী) সাইক্লোন-পীড়িত অংশে কাজ করছে। পদস্থ আধিকারিকরা এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিষয়টির তদারকি করছেন। দুর্গতদের সহায়তার সব রকম চেষ্টা করা হবে।

প্রসঙ্গত, আমফান-র প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় এনডিআরএফ কাজ করে চলেছে।

মহারাষ্ট্রে তেলের ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

আকোলা (মহারাষ্ট্র), ২১ মে (হি.স.): ফের অগ্নিকাণ্ড মহারাষ্ট্রে। এবার আগুন লাগল মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলার একটি তেলের ফ্যাক্টরিতে। বিধ্বংসী আগুনের ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে তেলের ফ্যাক্টরি। যদিও, হতাহতের কোনও খবর নেই।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ মহারাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত একটি তেলের ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে। ওই ইউনিটে ইনভার্টার এবং অটো-মোবাইলের জন্য তেল প্রস্তুত করা হয়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা পৌঁছনোর আগেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তেলের ফ্যাক্টরি চত্বরে রাখা ছিল তেল এবং অন্যান্য সামগ্রী, সমস্ত কিছু পুড়ে যায়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিআইটিএম অধিকর্তাকে স্মারকলিপি ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির

কলকাতা, ২১ মে (হি. স.) : বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালার (বিআইটিএম) শুদ্ধিফটক নিয়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিল একটি বিজ্ঞান সংগঠন।

'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি' নামে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি একটি অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন মানুষকে করোনামুক্ত করতে। তারা ইতিমধ্যেই, তাদের নিজস্ব প্রাঙ্গনের প্রবেশদ্বারে একটি আয়ুর্বেদিক জীবানুনাষক সুরঙ্গ বা ফটক তৈরি করেছেন। এর মধ্য দিয়ে দর্শনার্থী এবং সংগ্রহশালার কর্মীরা প্রবেশ করলে তাদের ওপর স্প্রে করা হবে ভেষজ জীবানুনাষক। এই পদ্ধতি কতটা ঠিক এবং এর পেছনে আদৌ কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিজ্ঞানি মহলে। ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির পঃবঃ রাজ্য সম্পাদক ডঃ রাধাকান্ত কোনার এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা বিআইটিএম এর অধিকর্তাকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। সেখানে তাঁরা জানতে চেয়েছেন, যে ভেষজ পদ্ধতি (কর্পূর, মেন্থল এবং থাইমল এর মিশ্রন ২: ১: ১ অনুপাতে) ব্যবহার করা হচ্ছে নোভেল করোনাভাইরাসকে রোধ করতে তা আদৌ বৈজ্ঞানিক গবেষনা নির্ভর, না শুধুমাত্র বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে? ছোট ছোট শিশুদের মধ্যে সুরক্ষার মিথ্যা ধারনা তৈরি করা হচ্ছে? অন্যদিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও তাদের সতর্কবার্তায়, করোনা থেকে বাঁচতে, মানুষের শরীরে কোনো রকমের জীবানুনাষক স্প্রে করাকে বর্জন করতে বলেছে।

পরিশেষে, ডঃ কোনার অনুরোধ করেন, করোনার সংক্রমন রুখতে সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া এবং দুইস্তরের মাস্ক পরার পরীক্ষালব্ধ যে অভ্যাস তা চালিয়ে যেতে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মোৎসব এবং.....

নন্দগোপাল পাত্র

ঋষি, দার্শনিক, কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, সংগীত রচয়িতা, সুরকার, বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতো মনে-প্রাণে, চিন্তায়-কর্মে, দুঃখে-সুখ, জীবন মরণে, সমদৃষ্টি সম্পন্ন কবি মানব ইতিহাসে দুর্লভ। জন্মেছিলেন ১২৬৮ বঙ্গাব্দে। বাংলা মতে সোমবার। পঁচিশে বৈশাখ। ইংরেজি মতে ৭ মে, ১৮৬১ মঙ্গলবার। রাত ২টা ২৮ মিনিটে। সেদিন ছিল কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। পঁচিশে বৈশাখ আজ বাঙালি জীবনের এমন এক উৎসব, যা বাঙালির কাছে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ শান্তিনিকেতনে পয়লা বৈশাখ কবির জন্মদিন পালিত হয়। ওইদিন সকালে আম্রকুঞ্জে হয় কবির জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান। এবং এই অনুষ্ঠান ১৯১০ থেকে পালিত হয়ে আসছে। এভাবে কবির জন্মদিন পালনের কারণ অবশ্য রয়েছে। বীরভূমের রুক্ষ আবহাওয়ায় পঁচিশে বৈশাখের আগেই গরমের ছুটি পড়ে যেত, তাই আশ্রমবাসীরা পয়লা বৈশাখেই করিব জন্মদিন পালন করতেন। পরবর্তীকালে সেটাই রীতি হয়ে দাঁড়াল। তবে কোনও কোনও বছর শান্তিনিকেতনে পয়লা ও পঁচিশে বৈশাখ জন্মদিন পালিত হয়েছে। করোনায়িত বিশ্বে এই প্রথমবার কবির জন্মদিন পালিত হল ইউটিউবে, ফেসবুকে, ইন্সটাগ্রামে। এমন পরিস্থিতি যে কখনও আসবে আমরা কেউই ভাবতে পারিনি। শান্তিনিকেতন, জোড়াসাঁকো, রবীন্দ্র সদন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ স্তব্ধ। করোনা আবহে এবার কবি প্রণাম মঞ্চের বদলে আন্তর্জালে।

এবার পিছিয়ে যাই পঁচিশে বৈশাখ ১২৯৩ (৮ মে, ১৮৮৬) বঙ্গাব্দে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ করেছেন পঁচিশ বছর, ছাব্বিশে পা রাখলেন। এর আগে নিজের জন্মদিন নিয়ে কখনও কবির থেকে কোনও কথা শোনা যায়নি। ওই দিন তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে (১৮৯০-১৯০৮) লিখছেন, 'আজ আমার জন্মদিন —পঁচিশে বৈশাখ আমি ধরণীকে বাধিত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলুম।—জীবনে এখন আরও অনেকগুলো পঁচিশে বৈশাখ আসে এই আশীর্ব্বদ করুণ। .... ।' এই প্রথা ঠাকুর পরিবারের আদপেই ছিল না। 'জীবনের ঝরাপাতী'য় সরলাবেদী (১৮৭২-১৯৪৫) লিখেছেন, 'আমাদের জ্ঞানগোচরে হিন্দু ঘরের জন্মতিথি পূজা ও বাড়িতে প্রচলিত ছিল না, তারকার প্রতিমা পূজার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম পূজা ও গৃহে বর্জিত হয়েছিল।..........' তবু রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। এর ঠিক আগে ১৫ পৌষ ১২৯২ ঠাকুর পরিবারে ইন্দিরাদেবীর (১৮৭৩-১৯৬) তের বছরের জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল। ওইদন রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরাকে 'একটি কাঠের বাক্স' উফহার দিয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে ইন্দিরা এই উপহার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'আমার জন্মদিনে একটি সুন্দর পিয়ানোর মতো গড়নের দোয়াতদানি উপহার দিয়ে তার সঙ্গে যে কযেক ছত্র লিখেছিলেন সেও তাঁর হাতের স্পর্শে উজ্জ্বল।' রবীন্দ্রাথেরও বোধহয় বয়স পঁচিশ পেরোবার পরে মনে আসে জন্মদিনের কথা। পরের বছর অর্থাৎ পঁচিশে বৈশাখ ১২৯৪ রবীন্দ্রানাথের দিদি স্বর্ণকুমারীদেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) মেয়ে সরলাদেবীর উদ্যোগে কবির প্রথম জন্মদিন পালিত হয়। সরলাদেবীর কথায় তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের নিজের হাতে গাঁথা মালা ও বাজার থেকে আনানো বেলফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য ফুল ও একজোড়া দুতি-চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠলেন—পাশেই নতুন মামার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৯৪৯-১৯২৫) ঘর। 'রবির জন্মদিন বলে' একটি সাড়া পড়ে গেল। সেই বছর থেকে পরিজনদের মধ্যে তাঁর জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ হল। সাতাশতম জন্মদিনে উপহার প্রাপ্তিও হয়েছিল রবীন্দ্রনাতের। সরলাদেবীর দাদা জ্যোৎস্নানাথ 'রবিমামাকে উপহার' দিয়েছিলেন ৎদ্য পোয়েমস অফ হেইন' বইটি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ওই বইয়ের পাতায় লিখে রেখেছিলেন উপহারের বিষয়টি। এরপর স্থায়ীবাবে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হতে থাকে। পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে বন্ধু সমাগমে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হয় পঁচিশে বৈশাখ ১৩০৯। সেবার তিনি বিয়াল্লিশ বছরে পদার্পণ করেন।

এইভাবে প্রতিটি বছর কোথাও কোথাও কখনও আড়ম্বর কখনও অনাড়ম্বরবাবে কবির জন্মদিন পালিত হয়ে আসছে। পঁচিশে বৈশাখ (১৩১৭ রবীন্দ্রনাথ উনপঞ্চাশ পেরিয়ে পঞ্চাশ-এ পদার্পণ করবেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্র-অধ্যাপক আশ্রমবাসী সকলে কবির জন্মোৎসব পালন করেন। ওই দিনেই অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশসহ আরও কয়েকজন রবীন্দ্রানুরাগী। ছাত্র-অধ্যাপক-আশ্রমবাসী মিলে 'প্রায়নিশ্চত্ত' নাটক করেছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠান কবির মনে কীভাবে দাগ কেটেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রিয়ম্বদাদেবীকে (১৮৭১-১৯৩৫) সেদিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি লেখায়—'আজ মনে হল আর এক ক্ষেত্রে নবজন্মলাভ করেছি—এখন যারা আমার কাঠে এসেছে, আমাকে কাছে পেয়েছে, তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার কোনও সম্বনভই নেই—তারা কত দেশের কত ঘরের কত ছেলে। তারাই আনন্দ করে আজ সকালে আমাকে নিয়ে উৎসব করেছে।'

১৩১৮-য় রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ (একান্নতম জন্মদিন) বছর পূর্তিতে শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের বাইরে ঘটা করে জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিএলন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুকুমার রায়, প্রান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ। চব্বিশে বৈশাখ অভিনীত হয়েছিল 'রাজা' নাটক। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন ঠাকুরদাদার চরিত্রে। এছাড়া অভিনয়ে ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ, জগদানন্দ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কালিদাস বসু সহ আরও আশ্রমিকবন্দ কলকাতায় ওই বছরের চোদ্দই মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে টাউন হলে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন জানানো হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ছাড়াও টাউন হলের বারান্দায় রবীন্দ্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। দায়িত্বে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী। শাট বছর পূর্তির সময় (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুইজারল্যান্ডে। সেখানকার লুসার্নে কবির জন্মদিন পালিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯ ভাদ্র ষাট বছর পূর্তি উৎসব পালন করে। পরিষদের সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'আশীর্বচন'-এ লেখেন, 'তোমার গুণে বাঙ্গালা ত চিরদিনই মুগ্ধ---ভারত গৌরবান্বিত এখন পূর্ব ও পশ্চিম, নতুন ও পুরাতম সকল মহাদেশই তেমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরও উদ্ভাসিত কর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিভাষণে বলেছিলেন, 'ভারতের নবযুগে অতিথি সমাগমের প্রথম মঙ্গলাচরণরূপে আমি সকল আগন্তকের হয়ে গ্রহণ করেছি---আপনাদের সকল সহযোগে মাতৃভূরি প্রাঙ্গণে বিশ্বচিত্তের একটি মিলনাস প্রতিষ্ঠিত হোক'।

রবীন্দ্রনাথ একাত্তরে পদার্পণ করেন ১৩৩৮-এ। সেবার জন্মোৎসব কলকাতাও শান্তিনিকেতনে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছিল। ওই বছর রঁমা রোলা'র প্রস্তাবক্রমে রামান্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দ্য গোল্ডেন বুক অফ ট্যাগোর'। বইয়ের লেখক তালিকায় ছিলেন মহাত্মা গান্ধি, আইনস্টাইন, সিএফ অ্যানড্রুজ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, হেলের কেলারষ ধুজুটি প্রসাদ মুখার্জি, বিপিন চন্দ্র পাল, সি ভি রমণ, বাট্রার্ড রাসেল, মেঘনাদ সাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রশান্তচন্দ্র মহালবিশ, রঁমা রোলা, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ডা. নীলরতম সরকার প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ। ওই গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'It ia hard for me to say in a few faltering words how I feel when voices greet me from my own country and from across the seas carrying to me the assurance that I have pleased many and have helped some and thus offiering me the best reward of my life.

অপরদিকে গান্ধিজি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর শিরোনামে লিখেছেন, "In common with thousands of his countryme I owe much to one who by his poetic genius and singular purity of life has raised India in the estimation of the world. But : owe also more. Did he not harbour in Santiniketan the in mates of my Ashram who had perce ded me from Sout Afica The other ties and mmories are too sacred to bear mention in a public tribute. আশি পার করে একাসিতম জন্মদিনের অনুষ্ঠান পয়লা ও পঁচিশে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা ছিল রবীন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' পাঠ পাঠ করেন ক্ষিতিমোহন সেন। ১৩৬১-এর বৈশাখ সংখ্যায় 'জয়শ্রী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, 'পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। এই দিনটি চিল তাঁর বিশেষ প্রিয়, শিশুর মতোই এই দিনটির প্রতীক্ষা করিতেন। পারতপক্ষে তিনি ওই দিন বাহিরে কোথাও থাকিতেন না। পঁচিশে বৈশাখ তাঁর প্রিয়তম স্থান ছিল শান্তিনিকেন। তিনি বলিতেন—'অন্য কোথাও থাকিলে আমার মনে হয় আমি বৃদ্ধ। এইখানে এইশব শিশুদের মধ্যে থাকিয়া আমি যেন আমার হারানো শৈশবকে ফিরিয়া পাই।'

'চিরনূতনের দিক ডাক য পাঁচিশে বৈশাখ' ---রবীন্দ্রনাথকে নতুন নতুন আলোয় জানার এবং জানানোর তাগিদ থেকেই একনও বিশ্লেষত হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, আলোচিত হচ্ছে তাঁর কাজ। এই প্রয়াস কবির জন্মের একশ উনষাট বছর পরও যখন থামেনি সুদূর ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে রবীন্দ্রচর্চা। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

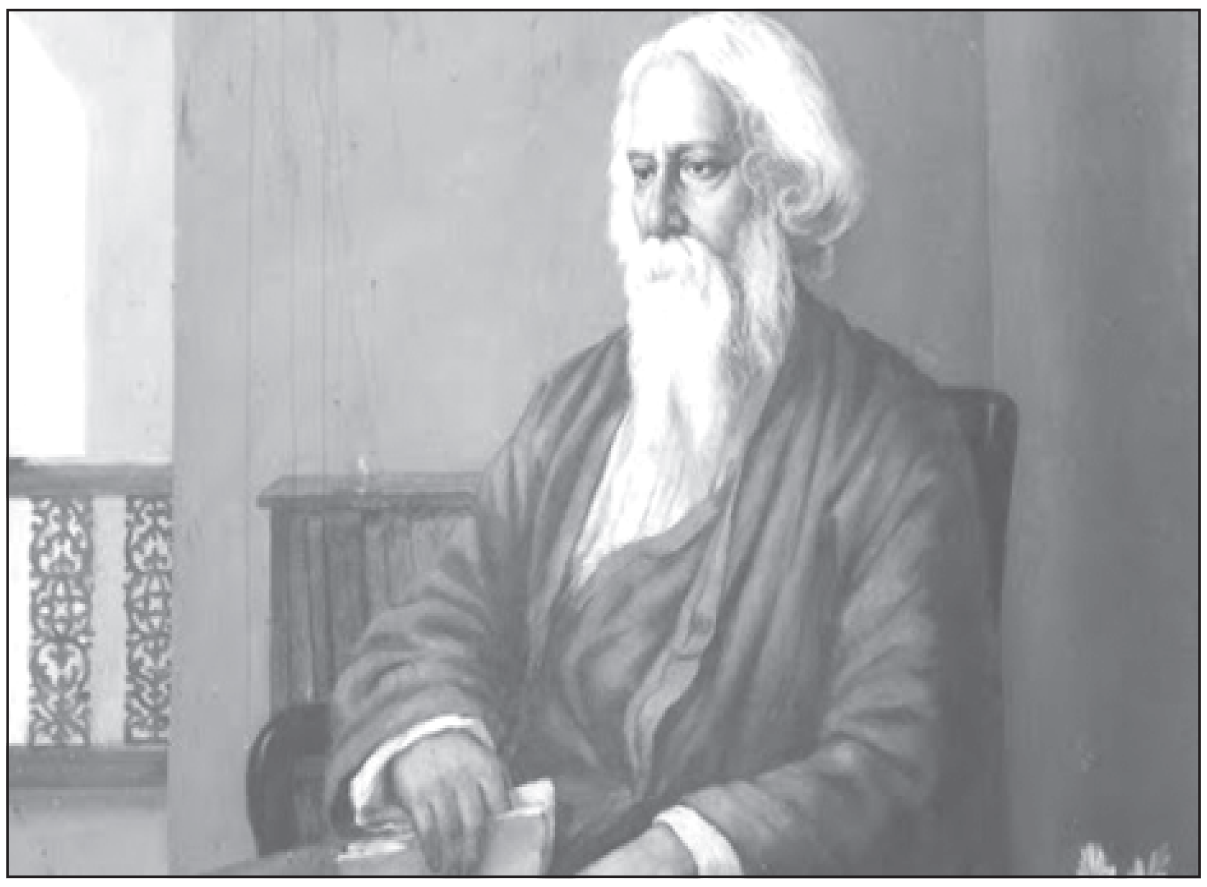

কবে পাওয়া যাবে করোনার ভ্যাকসিন

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

করোনার ভাইরাস বিশ্বের প্রতিটি মানুষের চোখ থেকে জল বের করিয়ে ছেড়েছে।এই মারাত্মক ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রয়েছে। এখন পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম, বর্ণ, জাতি এর মানুষের একটাই প্রার্থনা যে দ্রুত করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হোক। যাতে করে গোটা বিশ্ব ফের সচল হতে পারে।অফিস খুলে যাক, ব্যবসা শুরু হোক, শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজগুলিতে আসতে শুরু করুক, বাজারের ক্রেতাদের গুঞ্জনে ভরে উঠুক এবং পুরো বিশ্ব করোনার আগের অবস্থায় ফিরে যাক। যেহেতু করোনার কারণে মৃত্যুর পরিমাণ বাড়ছে, সারা বিশ্বে এর ওষুধের সন্ধান তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। সম্প্রতি একটি খবর এসেছিল যে চণ্ডীগড়ের পিজিআইয়ে করোনার ভ্যাকসিন এমডি ভ্যাকসিনের কাজ শেষ হয়েছে। এর ট্রায়াল চলছে। মোট ৪০ জনের মধ্যে এর ট্রায়াল হওয়ার কথা ছিল। ভারতে করোনার ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে এটি ভারতের বিজ্ঞানীদের পক্ষে একটি বড় মাইলফলক তৈরি করবে। ভারতে প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়র থাকার কারণে এই বিষয় আসা বুক বাধাই যায়। তাদের দৃঢ় সংকল্প শক্তির ওপর আস্থা রাখা যায়।আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। তবে, দেশের জন্য এটি গর্বের বিষয় নয় যে ভারতে খুব কম ওষুধ আবিষ্কারের জন্য পরীক্ষাগারগুলি নতুন ওষুধের জন্য গবেষণা করছে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, লখনউয়ের সমস্ত বিজ্ঞানী কয়েক দশক ধরে কি খুঁজে চলেছে। তা বোঝা বড্ড দায়। সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট দেশের অন্যতম বৃহত পরীক্ষাগার।ইনস্টিটিউটটি ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের (সিএসআইআর) পৃষ্ঠপোষকতায় ৩৯ টি ল্যাবরেটরির মধ্যে একটি। ১৯৫১ সালে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছিল।কেউ কি কখনও এই পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করেছেন যে এখান থেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ উদ্ভাবিত হয়েছিল? আমাদের সুযোগ আছে। যাইহোক, আমাদের ফার্মা সংস্থাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ থেকে লাভজনক এবং সুবিধাভোগী হতে শিখেছে। তারা যদি কখনও কোনও ওষুধ আবিষ্কার করে থাকে তবে আমাকে বলুন। চীন এখন করোনার বাইরে এসে গেছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও লড়াই করছি। আপনি জেনে অবাক হবেন যে ভারতে কোনও উল্লেখযোগ্য অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ উদ্ভাবিত হয়নি। তবে বর্তমানে বিশ্বের কয়েক ডজন জায়গায় করোনার ভ্যাকসিনের আবিষ্কার নিয়ে কাজ চলছে। গত এক শতাব্দী ধরে, যখন বিশ্বে সংকট দেখা দিয়েছে, তখন কেবল আমেরিকান বিজ্ঞানীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাত তারা সংকট মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কোভিড -১৯ এর ভ্যাকসিন খুঁজতে আমেরিকা সহ কয়েক ডজন দেশে দিনরাতের কাজ করে চলছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা করোনার ভ্যাকসিনের সফল মানবিক পরীক্ষাও করেছেন। এখন ওষুধটি শীঘ্রই কোথাও না কোথা থেকে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে ওষুধটি শীঘ্রই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হবে। ক্লিনিকাল ট্রায়ালের প্রস্তুতি চলছে। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বাস্তবায়িত করার কাজ অস্ট্রেলিয়াতে চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করে যে করোনার ভ্যাকসিনের বাণিজ্যিক উতাদন হতে দেড় বছর সময় লাগতে পারে। তবে তারা কিসের ভিত্তিতে এই দাবি করছেন, তার সপক্ষে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।এদিকে, আমেরিকার একটি সংস্থা মোদার্নায় বলা হচ্ছে যে তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগুলি সফল হলে বিশ্ব করোনাকে পরাস্ত করবে।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মোদার্নায় যে কাজ চলছে তার ভিত্তিতেও বলছেন যে এই বছরের শেষের দিকে করোনার ভ্যাকসিন পাওয়া যেতে পারে। ইউরোপের অনেক পরীক্ষাগারের বিজ্ঞানীরাও এমন একটি ভ্যাকসিন খুঁজছেন যা করোনার বিরুদ্ধে কাজ করে। খবরে বলা হয়েছে যে ইউরোপের কয়েকটি পরীক্ষাগার ভ্যাকসিন প্রস্তুতের পর্যায়ে কিছু পোক্ত সাফল্য অর্জন করেছে। তারা মানুষের উপর ট্রাইল করা শুরু করেছেন এবং এখনও পর্যন্ত তার ফলাফল ভাল হয়েছে। তাই কম-বেশি মনে হচ্ছে যে খুব শীঘ্রই করোনার বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন আসছে।

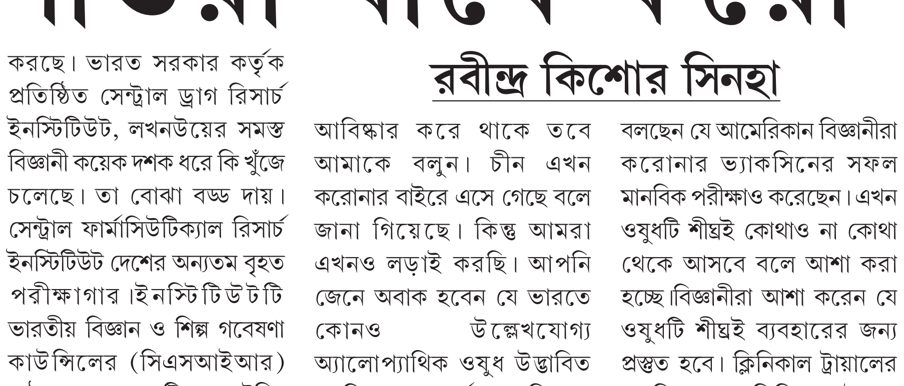

তবে আমেরিকা বা ইউরোপের কোন ল্যাব থেকে সে আসবে? তবে এটি ভারতে উদ্ভাবিত হলে খুব উপভোগ্য হবে। যাইহোক, আমাদের দেশের রেকর্ডটি এখন পর্যন্ত দেখে, এই ধরনের সম্ভাবনাগুলি করা খুব তাড়াতাড়ি হবে।

এদিকে, কিছু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ভারতীয় মিডিয়া ''করোনার কা কাহার'' এবং ''করোনা কা খোরাম'' মুদ্রণ করে দেশবাসীকে ভয় দেখিয়েছে। এখন যদি লকডাউনটি সরিয়ে ফেলা হয় তবে এর ভয় থেকেই যায়। আশ্চর্যের পরিস্থিতি হল কোনও হাসপাতালে করোনার একজন রোগী পাওয়া গেলেও পুরো হাসপাতালটি সিল করে দেওয়া হয়। হাসপাতালগুলি সিল করে দিলে কী হবে? আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানিতে করোনারি রোগের কারণে কোনও হাসপাতাল বন্ধ নেই। অবশ্যই, এটি সেখানেও করা হত, যদি ভারতের মতো সরকারী বাবুও থাকতেন।রাজধানীর হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দীপক নটারাজনের একটি সঠিক প্রশ্ন করেছেন যে হাসপাতালে যাওয়া লোকজনের মনে ভয় থাকাটা কি ঠিক? যদি এটি ঘটে থাকে, পরের দু-চার বছরে হার্ট অ্যাটাক, ক্যান্সার এবং স্ট্রোকের কারণে মৃত্যুগুলি করোনার চেয়ে বহুগুণ বেশি হবে। একটি জিনিস বুঝতে হবে যে করোনার ভ্যাকসিন না আসা পর্যন্ত আমাদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় হাতে মাস্ক এবং হাতে গ্লাভস পরতে হবে। সামাজিক দূরত্বকে যেকোন মূল্যে অনুসরণ করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে এমনকি শহরেও, সমস্ত শিক্ষিত লোকেরা এই ছোট ছোট বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিচ্ছেন না। দিল্লি পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক আমাকে বলেছিলেন যে লকডাউন চলাকালীনও কিছু লোক মাস্ক না পরে বাজারে সবজি কিনছেন। এমন ধরনের লোকদের আপনি কি বলবেন? ভগবান তাদের মালিক। তবলীগী জামাত থেকে শুরু করে অভিবাসী শ্রমজীবী ইস্যুগুলি ভারতে করোনার বিস্তারকে ব্যাপকভাবে গণ্ডগোল করেছে। সরকারেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখন দেশ করোনার ভ্যাকসিনের উপর ভরসা করছে।আশা করি শিগগিরই এটি বাজারে আসবে।

(লেখক বরিষ্ঠ সম্পাদক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

প্রাইমারি সেক্টরে ব্যবসা সম্প্রসারণ শীর্ষক একদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞা ভবন থেকে তোলা ছবি নিজস্ব।

বাংলাদেশে একদিনে করোনায় শনাক্ত ও মৃত্যুর নতুন রেকর্ড

মনির হোসেন, ঢাকা,মে ২১।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে এক হাজার ৭৭৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এটিই এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ শনাক্ত। গতকাল রেকর্ড এক হাজার ৬১৭ জন করোনা রোগী শনাক্ত হন। বৃহস্পতিবার সেই রেকর্ড ভেঙে গেলো। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন ২৮ হাজার ৫১১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও ২২ জন। এ পর্যন্ত একদিনে এটিই সর্বোচ্চ মৃতের সংখ্যা।

এ নিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৪০৮ জনে। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৯৫ জন এবং এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন পাঁচ হাজার ৬০২ জন। বৃহস্পতিবার (২১ মে) বেলা আড়াইটায় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনের আয়োজন করা হয়। সেখানে এই তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ১৯ জন পুরুষ এবং তিন জন নারী। এরমধ্যে ঢাকা বিভাগের ১০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের আট জন, সিলেট বিভাগের তিন জন ও ময়মনসিংহ বিভাগের একজন। ঢাকা বিভাগের মধ্যে ঢাকা শহরের আট জন, ঢাকার অন্যান্য স্থানের একজন, নারায়ণগঞ্জের একজন, চট্টগ্রাম শহরের চার জন, কক্সবাজারের একজন, চাঁদপুরের তিন জন, ময়মনসিংহ শহরের একজন, সিলেট বিভাগের সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকার একজন এবং সিলেটের অন্যান্য স্থানের দুই জন রয়েছেন। ২২ জনের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ১৬ জন, বাড়িতে মারা গেছেন পাঁচ জন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয় একজনকে।

মৃত্যুবরণকারীদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে দুই জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে দুই জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে তিন জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে দুই জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে একজন এবং ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে দুই জন রয়েছেন। নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ ছিল ১০ হাজার ১৭৪টি, আর পরীা করা হয়েছে আগের দিনের সহ ১০ হাজার ২৬২টি নমুনা। এখন পর্যন্ত দুই লাখ ১৪ হাজার ১১৪টি নমুনা পরীা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ১৫৪ জনকে। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন তিন হাজার ৮৯৭ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৭৩ জন, এখন পর্যন্ত মোট ছাড়া পেয়েছেন এক হাজার ৯৬৬ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম নিয়ে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে চার হাজার ৩২ জনকে। এখন পর্যন্ত দুই লাখ ৫৫ হাজার ৫৩৪ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড়া পেয়েছেন দুই হাজার ৫৯১ জন। এখন পর্যন্ত মোট ছাড়া পেয়েছেন দুই লাখ এক হাজার ১৫২ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৫৪ হাজার ৩৮২ জন।

আম্পানের তাণ্ডবে বাংলাদেশে প্রাথমিক ক্ষতি ১১০০ কোটি টাকা, ১৬ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন, ঢাকা,মে ২১।। ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে বাংলাদেশে প্রাথমিক তির পরিমাণ ১১০০ কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও কৃষি মন্ত্রণালয় সরকারকে যতির এ হিসাব দিয়েছে। তবে তারা তির তেমন কোনও বিবরণ দেয়নি বলেও জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে ঘূর্ণিঝড় আম্পান পরবর্তী সার্বিক বিষয়ে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী।প্রতিমন্ত্রী জানান, প্রাথমিকভাবে প্রায় এক হাজার ১০০ কোটি টাকার যতির তথ্য পেয়েছি। পুরো হিসাব পেতে কিছুদিন সময় লাগবে বলেও জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী জানান, বুধবার অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আম্পান পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে আঘাত হানার পর সন্ধ্যা থেকে বাংলাদেশের উপকূলেও আঘাত হানে। সারারাত ঘূর্ণিঝড় রূপে থেকেই দেশের দণি-দণি-পশ্চিমাঞ্চলে তাণ্ডব চালিয়েছে আম্পান। সারারাত তাণ্ডবের পর বৃহস্পতিবার (২১ মে) সকাল সাড়ে ৭টার পর শক্তি য় হলে এটি নিম্নচাপে পরিণত হয়।তীব্র ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টি ঝড়িয়ে সাগর থেকে উপকূলে উঠেছে ঘূর্ণিঝড় আম্পান। এর মূল চোখ ভারতের দিকে।

তবে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা সাতীরা ও সুন্দরবন অংশের ওপর তোপ দাগার পর আম্পানের বাংলাদেশ অংশটি উঠে গেছে স্থলভাগে। এটি এখন উত্তরবঙ্গে।

অন্যদিকে, অন্য উপকূলীয় জেলাগুলোতে ঝড়ের তীব্রতা খুব বেশি না হলেও বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে যশোরে গাছ চাপা পড়ে ছয় জন নিহত হয়েছেন। পটুয়াখালীতে ঝড়ে গাছ চাপা পড়ে ও মানুষকে সচেতন করতে গিয়ে নৌকাডুবিতে দুজন মারা গেছেন। ভোলায় গাছচাপা পড়ে ও ট্রলারডুবে দুই জন মারা গেছেন। পিরোজপুরের মঠবাড়িয়াতে দেয়াল চাপা পড়ে মারা গেছেন আরেক ব্যক্তি। আর সাতীরা সদরে গাছ চাপায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। চাঁদুপুরেও আম কুড়াতে গিয়ে একজন মারা গেছেন।

বিশ্ব সম্প্রদায়কে একসঙ্গে করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান

মনির হোসেন, ঢাকা,মে ২১।। করোনা ভাইরাস মহামারির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একযোগে লড়াইয়ে আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড নেশন্স ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিকের (ইউএনএসক্যাপ) ৭৬তম অধিবেশনে ভিডিওবার্তায় দেওয়া বক্তব্যে একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারে তিনটি মৌলিক সমুদ্র ইস্যুও প্রস্তাব করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে বিশ্ব এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি এই ভাইরাস বিশ্ব অর্থনীতিকেও ব্যাপকভাবে তিগ্রস্ত করেছে। তবে মহামারিটি জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টার পরিবর্তনের উপর কিছুটা হলেও আশার আলো দেখিয়েছে। আমাদের একসঙ্গে এই মহামারি মোকাবিলা করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সদস্য দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার লয আমাদের অবশ্যই এসক্যাপের মাধ্যমে সমুদ্রের কিছু মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি একযোগে লড়াইয়ের আহ্বান জানাচ্ছি। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির জন্য এই প্রথমবারের মতো ইউএনএসক্যাপ'র কোনো অধিবেশন ভাচু্য়াল পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হলো। ৭৬তম অধিবেশনের এবারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, 'টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সহযোগিতা জোরদার করা।

ছয়ের পাতায়

"স্বনির্ভর ভারত"-র লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের অসীম ভূমিকা রয়েছে : প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি. স.) : দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জিডিপি-তে বৃদ্ধি, রফতানি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি-তে লঘু উদ্যোগ মেরুদণ্ডের ভূমিকায় রয়েছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর মতে, অর্ডিন্যান্স, ডিপিএসইউ এবং পরিষেবা সংস্থাগুলির মতো আমাদের অনেক সংস্থায় ৮০০০ এরও বেশি ক্ষুদ্র-শিল্প অংশীদারিত্ব রেখেছে। কিন্তু, করোনা-র প্রকোপ দেশে অভূতপূর্ব সামাজিক এবং আর্থিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। তিনি বলেন, ভাইরাসের বিস্তার হ্রাস এবং সংক্রমণ সীমাবদ্ধ করা আমাদের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যে আমরা হাসপাতাল এবং প্যাথলজি-র ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যাতে সঠিক পরীক্ষা এবং চিকিতসা সম্ভব হতে পারে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারারস কনক্লেভ -২০২০কে সম্বোধন করেন। শুরুতেই তিনি বলেন, ভারতীয় প্রতিরক্ষা নির্মাতারা, ভারতীয় শিল্প কনফেডারেশন এবং প্রতিরক্ষা উতপাদন দফতর আয়োজিত এই ই-সম্মেলনে আপনারা সবার মাঝে উপস্থিত হয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। এই সম্মেলনের মূল বিষয় "ডিফেন্স এবং এয়ারস্পেস সেক্টরে মধ্যম, লঘু ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির জন্য ব্যবসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আজকের সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক বলে তিনি মনে করেন। তাঁর কথায়, দুই মাসেরও কম সময়ে আমরা কেবল আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করেছি। এমনকি, আমরা আগামী দিনে প্রতিবেশী দেশগুলিকে সহায়তা করতেও পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েছি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, কাঁচামালের সরবরাহ শৃঙ্খল লকডাউন চলাকালীন ব্যাহত হওয়ার কারণে উতপাদন ক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রও এর থেকে ব্যতিক্রম হতে পারেনি। তাঁর দাবি, অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র বেশি চাপে রয়েছে। তিনি বলেন, ভারতীয় প্রতিরক্ষা নির্মাতারা এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব এবং পরিকল্পনার পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে, আমরা যখন লকডাউন কাটিয়ে উঠছি, সে-ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মূল কার্যাবলী হবে "ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা" নিশ্চিত করা। তাঁর দাবি, এই চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সঙ্কটের সময়ে শিল্পের আর্থিক বোঝা কমাতে ভারত সরকার এবং আরবিআই বেশ কয়েকটি আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে। সুদের অর্থ প্রদান, অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী মূলধনের সহজলভ্যতার কারণে এগুলি কিছুটা স্বস্তি সরবরাহ করবে বলে তিনি মনে করেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এই বিষয়গুলি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য কেবল নীতি ও বিধানগুলি বর্ণনা করা নয়। এই ফোরামের মাধ্যমে আমি দেশবাসীকে বলতে চাই, সরকারের উদ্বেগ কী এবং কারা সরকারের "উদ্বেগের কেন্দ্রে" রয়েছে। ক্ষুদ্র-শিল্প যেগুলি কোটি কোটি মানুষকে কর্মসংস্থান দেয় তাদের আর্থিক দিক-র পাশাপাশি অনেক সামাজিক এবং মানবিক দিক রয়েছে। সরকার সাধারণ মানুষকে আরও ভাল ভবিষ্যত এবং আর্থিক সুরক্ষার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের জীবনশৈলীতে দেশীয় পণ্য গ্রহণ করতে হবে। তিনি জোর গলায় বলেন, দেশীয় উতপাদন এবং "স্বনির্ভর ভারত"র লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

অসমের আটটি তেলক্ষেত্র বিদেশি কোম্পানির হাতে, সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ

শিবসাগর (অসম), ২১ মে (হি.স.) : অসমের শিবসাগরে অবস্থিত আটটি তেলক্ষেত্রকে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছে রাজ্যের বিভিন্ন দল ও সংগঠন। সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু), বীর লাচিত সেনা, তফশিলি জাতি ছাত্র সংস্থা, সংগ্রামী যুব-ছাত্র পরিষদ ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি দল ও সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছে।

সারা অসম ছাত্র সংস্থা-র শিবসাগর জেলা সমিতির সাধারণ সম্পদক সমীরণ ফুকন এ প্রসঙ্গে বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের অসমের সম্পদের ওপর অধিকার আছে। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি হাতে তা তুলে দেওয়া হচ্ছে, তার তীব্র বিরোধিতা করছি।" আসু-র এই নেতার কথায়, "অসমের সম্পদ নিয়ে মুনাফা লাভের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর হাতে সেগুলোকে তুলে দিতে চাইছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত কখনও মেনে নেওয়া যাবে না। ভবিষ্যতে ওএনজিসি কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পেতে তৈরি থাকতে হবে।"

একই কথা শোনা গেছে বীর লাচিত সেনার নেতা চিতু বরুয়ার মুখেও। তিনি বলেন, "অসমের মাতৃর প্রতিটি সম্পদের মালিকানাসত্ব বাইরের কোনও কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।" তাঁর বক্তব্য, "লকডাউনের আজুহাতে অসমে লুটপাট শুরু হয়েছে। দিহিং পাটকাইয়ে কয়লা খননের অনুমতি দিয়েছে সরকার। সরকারের সিদ্ধান্তেরও তীব্র নিন্দা করছে বীর লাচিত সেনা।"

এছাড়া তফশিলি জাতি ছাত্র সংস্থার সম্পাদক পরশজ্যোতি দাসও সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "অসমের তেলক্ষেত্রগুলি অসমবাসীর সম্পদ। এই সম্পদ শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ঠিকা দেওয়া হয়নি কাউকে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেই হবে।" তফশিলি জাতি ছাত্র সংস্থার হয়ে এই দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সংগ্রামী যুব ছাত্র পরিষদ-এর শিবসাগর জেলা সমিতির সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ দুওরাও কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কোনও মতে মেনে নেওয়া যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

লকডাউন সফল করতে মুম্বইয়ের রাস্তায় ফ্ল্যাগ মার্চ সিআইএসএফের

মুম্বই, ২১ মে (হি. স.): দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের দৌরাত্ম্যে সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের।দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে সফলভাবে লকডাউন কার্যকর করার জন্য বুধবার রাতে দক্ষিণ মুম্বইয়ে ফ্লাগমার্চ করল সিআইএসএফ। বাণিজ্য নগরী মুম্বইতে লকডাউন সফলভাবে কার্যকর করার জন্য সোমবার এ রাজ্যে এসে পৌঁছেছে সিআইএসএফের জওয়ানরা। এছাড়াও বাণিজ্য নগরীতে এসে পৌঁছেছে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স। ধারাভি সহ দক্ষিণ মুম্বাইয়ের একাধিক জায়গায় সিআইএসএফ জওয়ানদের মোতায়ন করা হয়েছে। বুধবার রাতে বেহেন্দি বাজারে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে ব্ল্যাক মার্চ করে সিআইএসএফ। মনে করা হচ্ছে সিআইএসএফ এসে যাওয়ার ফলে কিছুটা স্বস্তি পেল মুম্বই পুলিশ। এখনো পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বেশি পুলিশকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। শহরের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মুম্বাই পুলিশকে সাহায্য করবে সিআইএসএফ এর জওয়ানরা।

নয় বছরের শিশু সহ শিলচর মেডিক্যালের কোভিড সেল থেকে আরও চরজনের ছুটি

শিলচর (অসম), ২১ মে (হি.স.) : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোভিড সেল থেকে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন আরও চার জন। আজ বৃহস্পতিবার যাদের করোনা মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে তারা হাসি বেগম লস্কর (১৬), রাজু উদ্দিন সদিয়ল (৩৬), সাবির হুসেন মজুমদার (১৭) এবং শাইদা বেগম সদিয়ল (৯)। এদিকে বেবি বেগম সদিয়ল (৩৬) নামের এক মহিলাকে গতকাল বুধবার করোনা মুক্ত বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর ৯ বছরের মেয়ে শাইদা বেগম সদিয়লের রিপোর্ট না আসায় তাকে ছেড়ে যেতে রাজি হননি। তবে বাকি তিন জন বুধবার রাতেই চলে যান।

শিশুকন্যা সদিয়ার অবশ্য বৃহস্পতিবারই নেগেটিভ রিপোর্ট আসে। এ দিন শিশুকন্যা ছাড়া আরও তিনজন সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে মুক্তি পান। বেবি-সদিয়াল সহ পাঁচজনই বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন। এদিকে গত দুদিনে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ড থেকে আটজন সুস্থ হলেন।

উল্লেখ্য, বুধবার রাতে ছাড়া হয়েছিল চারজনকে। তাঁরা হলেন আমিরুন নেসা (৪০), জিহিনা বেগম (১৫), সাহাবুদ্দিন বরলস্কর (৫০) এবং বেবি বেগম সাইদুল (৩৬)।

এদিকে কাছাড়ের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে অধৈর্য না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যে যেহেতু সোয়াব সংগ্রহ করা এক সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, এতে যাবতীয় তথ্য গ্রহণ করতে হয়। প্রচুর ভিড়ের কারণে জোনাল স্ক্রিনিং ক্যাম্পে অপেক্ষা করতে কয়েক ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হতে পারে। ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে। কারণ যথেষ্ট ভিড়ের জন্য ফলাফল আসতে ৫ দিন সময় লাগতে পারে। কোয়ারেন্টাইন করা যাত্রীরা সে অনুযায়ী পৃথক পৃথক কেন্দ্রগুলিতে অপেক্ষা করতে পারেন। জেলা প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দিয়ে বলা হযেছে, তাঁরা এই বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিকে, উত্তর-পূর্বের বাইরের রাজ্য এবং ত্রিপুরা থেকে বুধবার পর্যন্ত ১০৪৬ জন যাত্রী কাছাড় জেলায় ফিরেছেন। প্রত্যেকের সোয়াব স্যাম্পল সংগ্রহ করে তাদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে কিছু যাত্রীর কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে, তারা শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিতসাধীন। বাস এবং ট্রেনে যাত্রীরা ফিরছেন। ফলে প্রতিদিন ১২০ থেকে ১৩০ জন যাত্রী আসছেন। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি কোয়ারেন্টাইন রয়েছে। এবং আগামীতে এলাকাভিত্তিক কোয়ারেন্টাইনের পরিকল্পনা রয়েছে। কাছাড়ের সাতটি বিধানসভা সমষ্টিতে আলাদা করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোন এলাকায় কোয়ারেন্টাইন গড়ে তোলা উচিত এ বিষয়ে কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে।

মুম্বইয়ে হঠাত বাতিল ট্রেন ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিযায়ী শ্রমিকরা, হৈ হট্টগোল

মুম্বই, ২১ মে (হি. স.) : মুম্বাই-তে হটাত ট্রেন বাতিল হয়ে যাওয়ায় পরিযায়ী শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেঁটে পড়েন। ক্ষুব্ধ পরিযায়ী শ্রমিকরা হৈ হট্টগোল শুরু করলে পুলিশ তাঁদের বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। ফলে, লকডাউন-এ অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ে এবং মহারাষ্ট্র সরকারের সমন্বয়ের অভাবে বৃহস্পতিবার কান্দিভালি ও পালঘরে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশাল ভিড় জড়ো হয়েছিল। তবে পুলিশ তাদের বুঝিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ফলে, ওই দুটি স্থানে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

বৃহস্পতিবার বিশেষ শ্রমিক ট্রেন বোরিভালী স্টেশন থেকে জৌনপুর যাওয়ার সূচি ছিল। কিন্তু, ওই ট্রেনটি হঠাত বাতিল হয়ে যায়। মুম্বাইয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা কান্দিভালির মহাবীর নগর মাঠে গিয়ে জড়ো হন। ট্রেন বাতিলের খবরে তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে হৈ হট্টগোল শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে মোতায়েন সুরক্ষা কর্মীরা পরিযায়ী শ্রমিকদের বুঝিয়ে তাদের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছেন।

একইভাবে, বৃহস্পতিবার ৩টি শ্রমিক বিশেষ ট্রেন পালঘর স্টেশন থেকে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে যাওয়ার সূচি ছিল। কিন্তু দুটি ট্রেন হঠাত বাতিল হয়ে যায় এবং একটি ট্রেন এখনও পালঘর স্টেশনে পৌছায়নি। পরিযায়ী শ্রমিকরা তিনটি ট্রেনের জন্য পালঘরের আর্য ময়দানে এসে পৌছালে সেখানে প্রচুর ভিড় জড়ো হয়ে যায়। হঠাত ট্রেন বাতিলের খবরে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। তবে সেখানেও পুলিশ পরিযায়ী শ্রমিকদের বোঝাতে এবং তাদের বাড়িতে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। পশ্চিম রেলওয়ের জনৈক মুখপাত্র বলেন, মহারাষ্ট্র সরকার যাত্রী নিশ্চিত করে যে তালিকা পাঠাচ্ছে সে অনুসারে বিশেষ শ্রম ট্রেন চালানো হচ্ছে। রেলের টিকিট কাউন্টারে কোনও টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে যাদের টোকেন দেওয়া হচ্ছে ওই যাত্রীরাই বিশেষ শ্রম ট্রেনগুলিতে যাতায়াত করার অনুমতি পাচ্ছেন।

রঙিয়ার মডেল হাসপাতালে একান্তবাসী দশজনের কোভিড-১৯ নেগেটিভ

রঙিয়া (অসম), ২১ মে (হি.স.) : করোনা গ্রাসের মধ্যে এক সুখবর। রাঙিয়ার মডেল হাসপাতালে করোনা সন্দেহে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা দশ জন লোকের কোভিড ১৯ পরীক্ষার ফল নেগেটিভ পাওয়া গেছে। প্রথমবার পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসার পর দ্বিতীয়বার তাদের পরীক্ষা করা হয়। এবারও পরীক্ষার ফল নেভেটিভ আসে। এর ফলে উতফুল্লিত হয়ে পড়েছেন হাসপাতালের চিকিতসক, নার্স ও কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত সন্দেহজনকরা।উল্লেখ্য. কামরূপ গ্রামীণ জেলার চাংসারির মদনপুরে এক কোম্পানিতে কর্মরত দেবরাজ আচার্য নামের এক যুবক নোবেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মদনপুরে দেবরাজ ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর সেই বাড়িতে বসবাসকারী দশ জন লোকের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। সবাইকেই রঙিয়া মডেল হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছিল। সেখানে দুবার পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসার পর তাঁরা বর্তমানে তৃতীয় পরীক্ষার অপেক্ষায় রয়েছেন।

আমফান : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলায় হাই অ্যালার্ট জারি

গুয়াহাটি , দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২১ মে (হি.স.) : করোনার আতঙ্কের মাঝেই ঘূর্ণিঝড় আমফানের তাণ্ডব। বিধ্বস্ত ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ। বিপন্ন হয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। মে-জুন মাসে ভারতে ঝড় তুফান হয়ে থাকে। গত বছর মে মাসের শুরুতেই চলেছিল ফণির তাণ্ডব। অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ফণি তছনছ করে দিয়েছিল ওড়িশার উপকূল অঞ্চল। দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিস্তর ক্ষতিসাধন করা আমফানের প্রভাব অসমেও পড়েছে। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। লাগাতার বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া বইছে। আমফানকে নিয়ে দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলাতে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন। অসমের বিভিন্ন জেলার সাথে মানকাচর জেলায়ও আমফান ছুঁয়ে যেতে পারে। বিগত দুদিন ধরে ধারা বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে এই জেলায়। সাথে বইছে ঝড়ো হাওয়া। ওদিকে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সাথে গুয়াহাটিতেও ঝড়ের প্রভাব পড়েছে। বুধবার রাত থেকে বিরামহীন বৃষ্টির সাথে হাওয়ার ফলে জনজীবনেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় শিক্ষা দপ্তরের সামনে এআইএসইসি'র কর্মকর্তারা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

পান থেকে চুন খসেছিল, তারপর...

অনেক ঘটনা থাকে যেগুলো আমরা হরহামেশাই এড়িয়ে যাই। চোখে দেখেও দেখি না। দেখলেও সেভাবে গুরুত্ব দিই না। আমাদের ভাবটা এমন থাকে যে এই আর এমনকি? এই বিষয়গুলো যখন সিনেমায় মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে, তখন আমাদের চোখ যেন কপালে ওঠে। সে রকম বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই তিনটি ছবির গল্প শুরু হয়েছে।

শুরুটা যেন পান থেকে চুন খসেছিল মাত্র। সেই গল্পগুলোই পুরো দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। চলচ্চিত্র উৎসবের জুরি সদস্যরাও গল্পগুলোতে নতুনত্ব থাকায় প্রশংসা করেন।

রাস্তায় একটি ভবনে কাজ করছিলেন ইয়াসের আবদুল্লাহ। এমন সময় হঠাৎ তাঁর মাথায় ওপর দোতলার পাইপ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। তিনি ওপরে গিয়ে সেই বাসার মালিক টনি হান্নাকে বিষয়টি জানিয়ে পানির পাইপ নতুন করে মেরামত করতে বলেন। তাঁর কথা শুনে হান্না কোনো গা করে না। ইয়াসের আবদুল্লাহ নিচে এসে এমনভাবে পাইপটি অন্য একটি পাইপের সঙ্গে লাগান, যেন পানি রাস্তার কারও গায়ে না পড়ে। হান্না রাগে এই পাইপ মেরামতকাজ তাঁদের সামনেই হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে দেন। এই সামান্য বিষয় নিয়েই লেবাননের টনি হান্না এবং ফিলিস্তিন থেকে লেবাননে এসে বসত গড়া প্রতিবেশী ইয়াসের আবদুল্লাহর মধ্যে মান—অপমান করা নিয়ে মামলা—মোকদ্দমা। এই ছবির নাম "দ্য ইনসাল্ট"।

গল্পটি শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। জিয়াদ দৌরিনি অসাধারণ চরিত্রায়ণের ছবিটি জিতে নেয় কানের সেরা অভিনেতার পুরস্কার। ছবিটি অস্কারেও বিদেশি ভাষার ছবি বিভাগে মনোনয়ন পায়। ড্রামা এবং থ্রিলার জনরার এই ছবি ২০১৭ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে পামদর পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পায়।জাফর পানাহিকে বলা হয় ইরানিয়ান সিনেমার বিদ্রোহী কবি। প্রতিটি ছবিতে তিনি দেশের অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো তুলে ধরেন। ২০০৬ সালে তুলে ধরেন তেমনই একটি গল্প। দেশের মাটিতে ফুটবল খেলা হবে। ইরান ও বাহরাইনের মধ্যে খেলা। দেশে যখন বইছে স্টেডিয়ামে খেলা দেখা নিয়ে উত্তেজনা, তখন মেয়েদের মন বিষণ। কারণ, ইরানের মাটিতে নারীদের জন্য খেলা দেখা নিষিদ্ধ। তরুণীদের একটি দল এই খেলা সরাসরি দেখতে চায়। মেয়েদের সেই খেলা দেখার গল্প নিয়েই পাহানি ২৫০০ ডলারে বানিয়েছেন "অফসাইড" ছবি।

একটি ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে ৩৯ দিন ধরে শুটিং করেন নির্মাতা। ছবিটি মুক্তির পর জাফর পানাহির অন্য ৪টি ছবির মতো অফসাইড ছবির ওপরও সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ছবিটিতে ইরানে নারীদের বৈষম্য তুলে ধরাই নির্মাতার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ছবিটি ইরানের বক্স অফিসের সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার দিকে এগোচ্ছিল। এমন সময় ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মাত্র দুই দিন পর ছবিটি ডিভিডিতে বের হয়। সনি পিকচারস, ইউএস ডিস্ট্রিবিউটর ইরানের সরকারকে ছবিটি মুক্তি দিতে অনুরোধ করে। বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে সেরা ছবিসহ চারটি পুরস্কার জিতে নেয়। এরপর থেকেই আলোচনায় চলে আসে ২০১৭ সালে মুক্তি পাওয়া আরেকটি ছবি "দ্য ফ্যান্টাস্টিক ওমেন"। ২০১৮ সালে অস্কারে বাজিমাত। বিদেশি ভাষার ছবির বিভাগে জিতে নেয় সেরা ছবির পুরস্কার। চিলি থেকে প্রথমবারের মতো এই সম্মান এনে দেয় ছবিটি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সেবাস্তিয়ান লেলিও। ছবিটির গল্প ট্রান্সজেন্ডার মেরিনাকে কেন্দ্র করে। একাকী অর্লেন্দ্রের জীবনে আসে এই ট্রান্সজেন্ডার মেরিনা। তার একমাত্র এই সঙ্গীর সঙ্গেই বেশি সময় কাটতে থাকে। হঠাৎ একদিন রাতে বাসার সিঁড়িতে পড়ে মাথায় আঘাত পায় অর্লেন্দ্র। মেরিনা হাসপাতালে নিয়ে বুঝতে পারে সে মারা গেছে। একাকী ভয়ে নিরীহ মেরিনা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। পুরো গল্পে মেরিনাকে চিলির কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। ছবিটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অনেক কিছুকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

বলিউড নায়িকাদের সুপ্ত প্রতিভা

পর্দায় তাঁদের অনেক কিছুই করতে হয়ধুন্ধুমার মারপিট থেকে শুরু করে শূন্যে উড়োজাহাজ চালানো। বাস্তবে অবশ্য অভিনয়ই তাঁদের ধ্যানজ্ঞান এবং এতেই তাঁরা দক্ষ। করোনাকালে দুনিয়ার অনেক অদেখার দেখা মিলছে, একইভাবে মিলছে বলিউড নায়িকাদের সুপ্ত প্রতিভার খোঁজও। বিস্তারিত লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য্য

করোনাকালে ভূমি পেড়নেকর নিজের এক গোপন ইচ্ছা পূরণ করলেন। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল বাগান গড়বেন। তাই লকডাউনের অখণ্ড অবসরে নিজের বাড়ির একফালি জায়গায় রীতিমতো চাষাবাদ শুরু করেছেন তিনি। তা-ও আবার সনাতন পদ্ধতিতে নয়, নিজের নামের বিপরীতে গিয়ে করেছেন চাষাবাদ। মানে ভূমি বা মাটি ব্যবহার না করে পানিতে গাছের চারা রোপণ করেছেন এই অভিনেত্রী। চাষাবাদের এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'হাইড্রোপোনিক'। মাটি ব্যবহার না করে পানির মিশ্রণে পুষ্টি উপাদান মিশিয়ে তারপর গাছ ফলানো চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্য বেশ পড়াশোনাও করতে হয়েছে ভূমিকে। করতে হয়েছে ভীষণ পরিশ্রম। পরিশ্রমের ফল তিনি পেয়েছেন, ঘরে তুলেছেন নিজের হাতে ফলানো শাকসবজি। এ কাজে ভূমিকে সাহায্য করেছেন তাঁর মা সুমিত্রা।

শুটিংয়ের ব্যস্ততা নেই। সম্পূর্ণ গৃহবন্দী জাহ্নবী কাপুর। লকডাউনের এই সময়টাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাচ্ছেন শ্রীদেবী-কন্যা। হাতড়ে বেড়াচ্ছেন মায়ের টুকরো টুকরো স্মৃতি। মায়ের সুগন্ধি, মায়ের চুড়ি, মায়ের শাড়িএসবের মধ্যে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন তিনি। আর নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক শিল্পীসত্তাটিকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন জাহ্নবী। ক্যানভাসে নানান রঙের আঁচড়ে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন এই অভিনেত্রী।

ক্যাটরিনার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ৯ থেকে ৯০। এবার হয়তো তাঁর গিটারের ঝংকারেও আবিষ্ট হবেন সবাই। করোনার লকডাউনে ক্যাটরিনা গিটার শিখছেন মন দিয়ে। তবে এখনো তাঁর এই প্রতিভা উন্মুক্ত হয়নি। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এই বলিউড নায়িকাকে গিটার হাতে দেখা গেছে। তিনি জানিয়েছেন, শিগগিরই তাঁর গিটারের টুংটাং শোনা যাবে। বলিউডের সংগীত পরিচালক অঙ্কুর তিওয়ারিকে নিজের পোস্টে ট্যাগ করেছেন ক্যাটরিনা। ধারণা করা হচ্ছে, সৃজনশীল এই চর্চায় হয়তো অঙ্কুরই ক্যাটের গুরু।

সু—অভিনেত্রী হিসেবে আলিয়া নিজেকে অনেক আগেই প্রমাণ করেছেন। এমনকি তিনি অল্পবিস্তর গাইতেও পারেন। এবার আলিয়া হাতে তুলে নিলেন কলম। এবারের ধরিত্রী দিবসে (২২ এপ্রিল) এই বলিউড নায়িকা উপহার দিলেন এক সুন্দর কবিতা। আলিয়া তাঁর স্বরচিত কবিতাটি ইনস্টাগ্রামে পাঠ করে শোনান। 'টুডে অ্যান্ড এভরিডে' নামের এই কবিতায় তিনি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের প্রতিটি স্তরকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। জানা গেছে, ঘরবন্দী থাকার এ সময়টাতে আলিয়া তাঁর লেখকসত্তাকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

আলিয়ার অনেক আগে কলম ধরেছিলেন কৃতি শ্যানন। বলা যায়, কৃতির লেখনী অনুপ্রাণিত করেছে আলিয়া ভাট, সারা আলী খানসহ বিটাউনের একাধিক অভিনেত্রীকে। তাঁদের সবারই লেখকসত্তার পরিচয় মিলেছে এই সময়ে। তবে কৈশোর থেকেই লেখালেখি শুরু করেছিলেন কৃতি। তাঁর কবিতা অনুরাগীদের হৃদয়ও জয় করেছে। ফলে লকডাউনে সেই কবিসত্তাটি আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন কৃতি।

হেঁশেলের ছায়াও মাড়াতেন না বিদ্যা বালান। এমনকি পানি গরম করা ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না তিনি। ঘরবন্দিদশায় অবশেষে রাঁধুনি হিসেবে অভিষেক হলো বলিউডের এই দাপুটে অভিনেত্রীর। শুরুতেই বাজিমাত করলেন বিদ্যা। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মোদক (একধরনের মিষ্টি) বানিয়ে। ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিওতে দেখা গেছে, রীতিমতো পটু রাঁধুনির মতো মোদক বানাচ্ছেন তিনি। শুধু মোদক নয়, বলিউডের এই জনপ্রিয় নায়িকা লকডাউনে জিবে জল আনা আরও বাহারি পদও রান্না করেছেন।

সুখবর জানালেন "জোকার"

৪৫ বছর বয়সী হলিউড তারকা হোয়াকিন ফিনিক্স ও ৩৫ বছর বয়সী রুনি মারা দম্পতি তাঁদের প্রথম সন্তান জন্ম দিতে চলেছেন।

করোনা মহামারির কারণে তাঁরা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে তাঁদের বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন।

করোনার আগে থেকেই মার্কিন এই অভিনেত্রীকে ঢিলেঢালা পোশাকে দেখা গেছে। এবার এই দম্পতির ঘনিষ্ঠ এক সূত্র পেজ সিক্সকে নিশ্চিত করেছে, বাবা হতে চলেছেন জোকার হোয়াকিন, মা রুনি। ওই সূত্র জানায়, করোনা মহামারির ভেতর এই দম্পতি তাঁদের সন্তানের খবর গোপন রাখতে চেয়েছেন।

ধারণা করা হচ্ছে, রুনি মারা ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে হোয়াকিন ফিনিক্সের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও অস্কারজয়ী এই অভিনেতার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সাল থেকে হোয়াকিন ও রুনির প্রেম। হোয়াকিন আর রুনি একসঙ্গে ২০১৩ সালে প্রথম হার সিনেমায় পর্দা ভাগ করেন। মেরি মার্গারেট সিনেমার শুটিংয়ের সেটে প্রেম হয় এই দম্পতির। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে হলিউড হিলসে একসঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা শুরু করেন। ২০১৯ সালের জুলাইয়ে জানা যায়, তাঁরা বাগদান সম্পন্ন করেছেন। আর এবার প্রথম সন্তানকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে যাচ্ছেন এই দম্পতি।

প্রথমবার হোয়াকিন মিডিয়াকে তাঁদের প্রেমের কথা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, "সে-ই আমার জীবনে প্রথম নারী, যার সঙ্গে আমি মেইল চালাচালি করে প্রেম করেছি। অন্তর্জালের দুনিয়ায় আমি রুনি ছাড়া আর কোনো নারীর সঙ্গে কোনো দিন বার্তা আদান—প্রদান করিনি। ও প্রথম, ও-ই শেষ।"

ধূমপান ছাড়ার এখনই সময়

ধূমপান একদিকে যেমন ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে হৃদ্‌রোগ, ক্যানসার, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদির ঝুঁকিও বাড়ায়। ফলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত অনেক বেড়ে যায়। আবার করোনা সংক্রমিত হলে অন্যদের তুলনায় ধূমপায়ীদের জটিলতা বেশি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কাজেই এই ভাইরাস প্রতিরোধে ধূমপান ছাড়ার কোনো বিকল্প নেই। আর এই সময়টাই হতে পারে এর জন্য শ্রেষ্ঠ সময়।ধূমপান ছেড়ে দিলে বিরক্তি, অস্থিরতা, মনোযোগে সমস্যা, ধূমপানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া মারাত্মক কোনো প্রত্যাহারজনিত সমস্যা হয় না। তাই ধূমপান ছাড়তে হলে কয়েকটি বিষয়ের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে:

১. ধূমপানের তীব্র ইচ্ছাকে দমন করুন। যেসব পরিস্থিতি ধূমপানের ইচ্ছাকে বাড়ায়, সেগুলো শনাক্ত করে মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকুন। প্রাথমিকভাবে এই আকর্ষণ তীব্র ও নিয়ন্ত্রণহীন মনে হলেও কিছু সময় পরই তা কমে যায়। কাজেই মনোযোগ অন্য কিছুতে সরিয়ে নিন। ধূমপানের ইচ্ছা হলেই পানি পান করুন। ধীর ও গভীরভাবে শ্বাস নিন-ছাড়ুন। ধূমপানের কুফলগুলো স্মরণ করুন।

২.যেকোনো নেতিবাচক চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করুন। বিকল্প ইতিবাচক চিন্তা করুন, নিজের ওপর আস্থা রাখুন।

৩.সুস্থ জীবনধারা মেনে চলুন। নিয়মিত ঘুম, খাওয়া, কাজ, বিনোদন, ব্যায়ামের রুটিন তৈরি করে মেনে চলুন। অধূমপায়ী বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন, তাদের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন নিন। পরিবারকে গুণগত সময় দিন। প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলসমৃদ্ধ খাবার বেশি খান। ৪.এ সময় ধূমপায়ী বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে ধূমপানের সুযোগ কম। তারপরও কেউ আহ্বান করলে দৃঢ়তার সঙ্গে না বলুন।

৫.করোনাভাইরাস—সংক্রান্ত কিংবা অন্য যেকোনো প্রকার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভীতি, হতাশা, রাগ অথবা ঘুমের সমস্যা দূর করতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করুন। প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। ৬.ধূমপানের প্রত্যাহারজনিত তীব্র সমস্যা দূর করতে এবং পরে ধূমপানের আগ্রহ কমাতে অনেক সময় নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি; নিকোটিনযুক্ত চুইংগাম, লজেন্স, ত্বকে লাগানোর প্যাচ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তবে নিকোটিনসমৃদ্ধ অ্যারোসল ফুসফুসের সংক্রমণ ঘটিয়ে আরও ক্ষতি করতে পারে। তাই নিকোটিন স্প্রে হিসেবে না নেওয়াই ভালো।

সচল থাকতে দড়িলাফ

এই ঘরবন্দী সময়েও আমাদের শরীর রাখতে হবে সচল আর সক্রিয়। তাহলে থাকব সুস্থ আর দেহের প্রতিরোধ থাকবে চাঙা। ঘরে থেকে এই সময়ে খুব ভালো ব্যায়াম স্কিপিং, মানে দড়িলাফ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে, স্কিপিং চমৎকার ওয়ার্ক আউট (ব্যায়াম)। ২০ মিনিট স্কিপিং করলে ঘাম ঝরবে। সেই সঙ্গে শরীরের হবে চমৎকার কার্ডিও ওয়ার্কআউট। মন হবে চাঙা। দড়িলাফে মেলে চটজলদি শক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ব্যায়াম বিশেষজ্ঞরা এটাকে বলেন সম্পূর্ণ শরীরচর্চা। এতে হাত, পা ও পেটের সব পেশির ব্যায়াম হয়। বাড়ায় পেশির বল, শক্তি আর সহ্যক্ষমতা।

দড়িলাফের সঠিক কৌশল বলেছেন ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ টিম হ্যাফট। তাঁর পরামর্শ হলো

খুব উঁচুতে লাফ দেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর জন্য কবজি ব্যবহার করুন, বাহু নয়।

তড়িঘড়ি নয়, ধীরেসুস্থে স্কিপিং করুন।

দড়ি যখন ফিরে আসবে, তখন পায়ের কাছে হাত টান টান করবেন না, কনুই বাঁকা করবেন না।

দুটো হাত সমানভাবে নিয়ে লাফান। কেবল একটি হাতে চাপ নেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর সময় হাত যেন থাকে হিপের সামনে।

দড়ি যেন খুব লম্বা বা ছোট না হয়, বগল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হবে।

ধীরে শুরু করুন, এরপর গতি বাড়ান।

এভাবে দড়িলাফ দিলে মিলবে সুফল।

শরীরেও বাড়তি চাপ পড়বে না এক দিনে। নিয়মিত এই ব্যায়াম চালিয়ে যান। শরীর থাকবে চনমনে।

বৃহস্পতিবার গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জের নিলামবাজার থানার মহিলা অফিসারের বিরুদ্ধে এফআইআর বিজেপি নেত্রী

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ মে (হি.স.) : আইনের রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অসম পুলিশের এসআই নিলীমা সিনহা। তাই তাঁর বিরুদ্ধে তাঁরই কর্মস্থল নিলামবাজার থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুন।

অভিযোগ, ধর্ষণ মামলার আসামীকে গ্রেফতার করার জন্য মামলার বাদি তথা ধর্ষিতার কাছ থেকে বার বার উতকোচের টাকা চেয়ে ব্যতিব্যস্ত করেছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার নীলিমা সিনহা। প্রথমে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করার পর আসামীকে ধরার জন্য আরও কুড়ি হাজার টাকা উতকোচ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে অসম পুলিশের এসআই নিলীমা সিনহার বিরুদ্ধে। উতকোচ চাওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রমাণিক তথ্য হিসেবে এক অডিও ক্লিপিং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি) ভাস্করজ্যোতি মহন্তের কাছে তুলে ধরে এ ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুন। এর পর ডিজিপির নির্দেশেই এসআই নিলীমা সিনহাকে অভিযুক্ত করে নিলামবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেত্রী। পুলিশের প্রশিক্ষণ পর্বেই জালে ফাঁসলেন এসআই নিলীমা সিনহা।

তদন্তকারী অফিসারের প্রভাবিত সিডি-র ভিত্তিতে মাস দেড়েক আগে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে জেলা দায়রা আদালত। বিজেপি শাসনামলে বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবে না হুঙ্কার বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুনের। পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি মামলা ঘিরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বৃহত্তর নিলামবাজারে। মঙ্গলবার বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুন ধর্ষিতা মহিলার সঙ্গে নিলামবাজার থানার এসআই নিলীমা সিনহার কুড়ি হাজার টাকা দাবির অডিও রেকর্ডের ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। থানায় এফআইআর দায়ের করে শিপ্রা বলেন, বিষয়টি তিনি গত দুদিন আগে রাজ্যের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্তের নজরে এনেছিলেন। ডিজিপিই নীলিমা সিনহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পরামর্শ দেন। তাই তিনি নীলিমার বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নেন। বলেন, রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও একাংশ সরকারি অফিসার এবং আইনের রক্ষক দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস আমলের মতো আপাদমস্তক দুর্নীতিতে লিপ্ত। ওরাই বিজেপি সরকারকে বদনাম করছে।

শিপ্রা গুন রীতিমতো হুঙ্কার ছুঁড়ে দাবি করেন, বিজেপি শাসনে বেআইনি, দুনম্বরি ও কেলেঙ্কারি বরদাস্ত করা হবে না। গত ১১ ফেব্রয়ারি নিলামবাজার থানায় ওই ধর্ষণ সংক্রান্ত এক মামলা দায়ের হয়েছিলো। পুলিশ মামলাটি ৩৫/২০২০ নম্বরে ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২/৩৭৬/৪২০ ধারায় নথিভুক্ত করেছিল। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর (পি) নীলিমা সিনহা। তিনি তাঁর মামলার খরচ বাবদ ইতিমধ্যে মহিলার কাছ পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছেন। আসামীকে গ্রেফতার করার খরচ বাবদ আরও কুড়ি হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলেছেন। তাই ওই মহিলা সুবিচার পেতে পুলিশ অফিসার নীলিমার দাবি মতো কুড়ি হাজার টাকা চুকিয়ে দিতে তাকে ঋণ করা একান্ত অবশ্যক বলে জানায়। এ নিয়ে শিপ্রা গুন পুলিশের কুড়ি হাজার টাকা চাওয়ার প্রমাণ চাইলে ওই মহিলা নিলীমা সিনহার সঙ্গে বার্তালাপের রেকর্ডিং তার কাছে রয়েছে বলে জানালে বিস্মিত হন শিপ্রা গুন।

সতেরো মিনিট পঞ্চান্ন সেকেন্ডের অডিও রেকর্ডিংটি স্টাডি করে পাওয়া যায় ওই মহিলার ধর্ষণ মামলার তদন্তকারী অফিসার নিলীমা সিনহা ধর্ষণের সত্যতা প্রমাণ করা সহ গ্রেফতারি পরোয়ানা বের করে আসামীকে গ্রেফতার করার জন্য কুড়ি হাজার টাকা খরচ বাবদ দাবি করেন। ওই অডিও ক্লিপিঙে পাঁচ হাজার টাকা আদায় এবং কুড়ি হাজার টাকা উতকোচের দাবি ছাড়াও পুলিশ চাইলে সত্য মামলাকে মিথ্যা এবং মিথ্যা মামলাকে নাকি সত্য করতে পারে বলে চাঞ্চল্যকর বক্তব্য প্রকাশ্যে এসেছে। এতে পুলিশের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতায় সাধারণ মানুষের সন্দেহ প্রকট হবে বলে মনে করেন শিপ্রা গুন।

কনটেনমেন্ট জোন ঘোষিত কার্বি আংলঙের হাওরাঘাট শহরের একটি অংশ

ডিফু (অসম), ২১ মে (হি.স.) : কার্বি পাহাড়ের গা ঘেঁষা অঞ্চল দেবস্থানে দু জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। তার পরই কার্বি আংলাং জেলার হাওরাঘাট শহরের একটি অংশকে কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশাসনের ততপরতায় হোজাই জেলার দেবস্থান-হাওরাঘাট সংযোগী মূলপথ ও সেতু সমেত দোকানপাট সমস্ত কিছু সিল করে দেওয়া হয়েছে।

ডিফুতে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানিয়েছেন জেলাশাসক মুকুল কুমার শইকিয়া। সাংবাদিকদের কাছে কার্বি আংলং জেলার সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তুলে ধরেন তিনি। জেলাশাসক জানান, ইতিমধ্যেই ভিন রাজ্য থেকে আগত ১৫৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। ৫৯ জনের সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট এসেছে। ৫৮ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এবং একজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। কোভিড আক্রান্তের নাম প্রেম তামাং।

তিনি জানান, কয়েক দিনের মধ্যে অসমের বাইরে থেকে কার্বি পাহাড়ে আরও প্রায় ১০ হাজার লোক ঢুকবেন। ভিন রাজ্য থেকে আগতদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার। কোয়ারেন্টাইন করার জন্য ডিফু ও বোকাজানে ১৯ টি হোটেল, ১৩ টি বাড়ি ছাড়া গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে বেঁধে দেওয়া সমস্ত নীতি নিয়ম সাধারণ মানুষকে মেনে চলতে বলেছেন জেলাশাসক মুকুল কুমার শইকিয়া।

দিল্লিতে করোনা-য় মৃত্যু আরো ১৮ জনের, মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯৪

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি. স.) : জাতীয় রাজধানী দিল্লি-তে করোনা-র সংক্রমণের কারণে আজ আরও ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাতে, দিল্লিতে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৯৪ হয়েছে। একই সময়ে, দিল্লিতে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১,৬৫৯। বৃহস্পতিবার দিল্লি সরকার প্রকাশিত স্বাস্থ্য বুলেটিন অনুসারে, রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনার ১১,৬৫৯টি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫৫৬৭ জন সুস্থ হয়েছেন এবং আরও ১৮ জন মারা গেছেন। তবে জারি করা স্বাস্থ্য বুলেটিনে দিল্লি সরকার ওই ১৮ টি মৃত্যু কখন ঘটেছে তা উল্লেখ করেনি। এরই সাথে দিল্লি-তে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯৪। বুধবার এই সংখ্যা ছিল ১৭৬। এছাড়াও বর্তমানে করোনা আক্রান্তের ৫৮৯৮টি সক্রিয় মামলা রয়েছে। দিল্লিতে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংখ্যা ৬৪৮-তে নেমে এসেছে। এর সাহায্যে ২৭৩৯ জন লোককে বাড়িতে একান্তবাস করা হয়েছে। দিল্লি সরকার এখন পর্যন্ত ১,৫৪, ৩৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করেছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ২১ মে (হি.স.) : মহামারি করোনার সংক্রমণ রোধে দেশ জুড়ে চলছে চতুর্থ পর্যায়ের লক ডাউন। আর এই লক ডাউনের মধ্যেই প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে স্মরণ করল হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার অর্থাত ২১ মে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ২৯ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছে হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস। এদিন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাইলাকান্দি কংগ্রেস ভবনে পালন করা হয় রাজীব গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী। সকাল ১০ টায় দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর (জুলুফ)। পরে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের ২১ মে তামিলনাড়ুর পেরামপুদুরে কংগ্রেসের এক নির্বাচনী জনসভায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সাহাব উদ্দিন চৌধুরী, জেলা ইয়ং বিগ্রেডের কনভেনার বাহারুল ইসলাম বরভুইয়াঁ, গ্রামীণ ব্লক ইয়ং বিগ্রেডের সভাপতি আজমল হুসেন চৌধুরী, নিতাইনগর মণ্ডল কংগ্রেস সভাপতি আব্বাস উদ্দিন লস্কর প্রমুখ।

আমফানের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কাল রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আকাশ পথে পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রীর

কলকাতা,২১ মে (হি স): আমফান-র প্রভাব সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিপূর্বে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ-কে সমস্তভাবে সহায়তা করবেন। তারই ফলশ্রুতি-তে আগামীকাল রাজ্যে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে সাথে নিয়ে আকাশপথে ক্ষয়ক্ষতির পর্যবেক্ষন করবেন তিনি।

প্রসঙ্গত, আমফানের দাপটে লন্ডভন্ড কলকাতা। ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ বহু জায়গা। ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ভেঙে পরেছে গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি। তাই, আমফানের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা আকাশ পথে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরিদর্শন করবেন তিনি।

সূত্রের খবর, আগামীকাল শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দুর্গত এলাকায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী। আকাশপথে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন তিনি। বসিরহাটে একত্রে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর প্রশাসনিক বৈঠক হবে বলে খবর।

কেন্দ্র ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সহায়তা করবে: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি. স.) : আমফান-র তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ-কে কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভাব্য সকল উপায়ে সহায়তা করবে। দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় এই আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার অমিত শাহ টুইট বার্তায় বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিটি নাগরিক-র সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড় আমফান-র সমস্ত ঘটনায় নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখছি। তাঁর কথায়, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) ইতিমধ্যে রাজ্যগুলিতে জনগণের সহায়তার জন্য কাজ করছে। তিনি ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে বাড়ির ভেতরে থাকতে এবং সরকারি নির্দেশাবলী অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি সকলের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল, ঘূর্ণিঝড় আমফান ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে সর্বনাশ ঘটিয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে অনেক অঞ্চল জলের তলায় ডুবে গেছে এবং শতাধিক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। গত দুই দশকের মধ্যে এই ঘূর্ণিঝড় সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল। আবহাওয়া অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সন্ধ্যা ৫ টায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফন প্রায় ১৬০ থেকে ১৮০ কিমি প্রতি ঘন্টা বেগে বাংলাদেশ উপকূল অঞ্চল অতিক্রম করতে শুরু করেছিল।

হাজোতে স্বামীহারা মহিলার সাইকেলে নজরকাড়া শাকসবজি বিক্রি

হাজো (অসম), ২১ মে (হি.স.) : লকডাউনের আবর্তে বাজারে স্বামীহারা এক মহিলা সাইকেল করে শাকসবজি বিক্রি করার দৃশ্য সকলের নজর কেড়েছে। ১০ বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছেন অসমের হাজোর বাসিন্দা রশ্মি ডেকা। ২ সন্তানের মা রশ্মি বাজারে চা, ঘুগনি বিক্রি করে জীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন। কিন্তু মহামারি করোনার প্রকেপে লকডাউনের ফলে বাজার হাট সব বন্ধ। তাই পেটের দায়ে সাইকেল করে শাক সবজি বিক্রি করার পথই তিনি বেছে নিলেন। লকডাউনের বাজারে তিনি ভালো ক্রেতাও পেয়ে গিয়েছেন। সমাজে মহিলারাও যে পুরুষদের থেকে কোনও অংশে কম নয় তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হাজোর এই রশ্মি।

গহপুরে বিনামূল্যে তরুণির শিক্ষাদান, প্রশংসা জনতার

বিশ্বনাথ (অসম), ২১ মে (হি.স.) : গহপুরে এক তরুণির ব্যতিক্রমী কাজ সকলের প্রশংসা কুড়ালো। লকডাউনের ফলে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। তাই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গহপুরের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাইমারি স্কুলের ৭ কঁচিকাঁচাকে বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন বরষা কাকতি নামের ওই তরুণি।

মুখে মাস্ক পরে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, কখনও বাড়ির উঠোনে গাছের নীচে, কখনও আবার বারান্দায়, নয়তো বা উঠোনে বসেই ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছেন বরষা। দ্বিতীয় দফার লকডাউনের সময় থেকেই তাঁর এই শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চলছে। তাঁর এই ব্যতিক্রমী উদ্যমকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার আমজনতা।

মুম্বাই থেকে পালিয়ে কালিগঞ্জে স্বগৃহে পাঁচ যুবক নেওয়া হয়েছে করিমগঞ্জের কোয়ারেন্টাইনে

করিমগঞ্জ (অসম), ২১ মে (হি.স.) : মুম্বাই থেকে পালিয়ে এলেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কালিগঞ্জের পাঁচ যুবক। এরা মুম্বাইয়ের দাদরা অঞ্চলে থাকতেন। এঁদের বাড়ি কালিগঞ্জ অঞ্চলের বলেশ্বর, রতনপুর এবং ডেউয়াকুড়ি গ্রামে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই পাঁচ যুবক কালিগঞ্জ মিনি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা স্বেচ্ছায় করাতে এসে মুম্বাই থেকে পালিয়ে আসার কথা চিকিতসকদের জানান।

এ কথা শুনে হাসপাতালের চিকিতসক ডা. ডি কে দাস ততক্ষণাত কালিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন। পরে অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে তাঁদের করিমগঞ্জের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পালিয়ে আসা যুবকরা হলেন আনসার আহমদ, মহম্মদ আলি এবং হুসেন আহমদ, এঁদের বাড়ি বলেশ্বর গ্রামে। এছাড়া এসেছেন রতনপুরের জয়নাল আবেদিন এবং ডেউয়াকুরি গ্রামের সুলতান আহমদ।

জানা গেছে, লক ডাউনের কবলে পড়ে এঁরা কিছু জায়গা ট্রেনে, তার পর ভাড়া গাড়ি এবং পায়ে হেঁটে শেষ পর্যন্ত বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন।

বোকাখাতে ৩০ যুবকের শরীরে কোভিড-১৯ নেগেটিভ

গোলাঘাট (অসম), ২১ মে (হি.স.) : মহামারি করোনা সৃষ্ট খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও অসমের বোকাখাত থেকে ভালো খবর পাওয়া গেল। বোকাখাতে ৩০ জন যুবকের শরীরে কোভিড-১৯ নেগেটিভ এসেছে। ঔদ্যোগিক এবং বাণিজ্য কেন্দ্রের অধীক্ষকের কার্যালয়ে তৈরি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ১৭ মে ভিন রাজ্য থেকে এসে ওই ৩০ জন যুবক আশ্রয় নিয়েছিল। এঁরা সকলেই চেন্নাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ছিলেন। ১৭ মে তারা ট্রেনে ফরকাটিং জংশনে পৌঁছেছিলেন। তার পর তারা বাসে করে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যান। সরকারের নীতি নির্দেশ, স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়ম মতে তাদের সকলকেই ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে।

পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হামলায় ১ জওয়ান শহীদ আহত ২

পুলওয়ামা, ২১ মে (হি. স.) : ফের সন্ত্রাসী হামলায় এক সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন। আরও দুই জওয়ান আহত হয়েছেন। পুলওয়ামা জেলায় পীরচু এলাকায় বৃহস্পতিবার ওই সন্ত্রাসী হামলায় আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেনা জওয়ানরা পুরো এলাকা ঘেরাও করে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে।

এদিন সেনা জওয়ানরা জেলায় পিরচু এলাকায় খাড়কদল-এ নাকা বসিয়েছিল। দুপুরের পর হটাত সন্ত্রাসী-রা নাকা পয়েন্টে হামলা শুরু করে দেয়। সন্ত্রাসীরা সেখানে নির্বিচারে গুলি ছুড়তে থাকে। সেনা জওয়ানরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। কিছুক্ষন গোলাগুলি-র পর সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে, গোলাগুলিতে সেনা বাহিনীর তিন জওয়ান আহত হন। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, এক জওয়ান হাসপাতালে পৌছানোর আগেই শহীদ হয়ে যান। তবে, বাকি দুই জওয়ান-কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পরপরই সেনা বাহিনী তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘন্টায় এ-নিয়ে সেনা বাহিনীর দ্বিতীয় হামলা করেছে সন্ত্রাসবাদীরা। বুধবার সন্ত্রাসীরা শ্রীনগরের পাঁচদ এলাকায় বিএসএফের একটি টহলদারি অভিযানে আক্রমণ করেছিল। ওই হামলায় বিএসএফের ৩৭ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের দুই জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন।

ঘূর্ণিঝড় আমফান পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে : এসএন প্রধান

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি. স.) : আবহাওয়া দফতরের সঠিক পূর্বাভাসে আমফান ঘূর্ণিঝড়-র প্রকোপে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমানো গিয়েছে। তা সত্ত্বেও, ওই ঘূর্ণিঝড় ওড়িশার বদলে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি তান্ডব চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার এ-কথা বলেন জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর চিফ এস. এন. প্রধান। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষয়ক্ষতির নিরূপণে কাজ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি দল এবং ওই রাজ্য-কে সমস্ত রকমভাবে সহায়তা করা হবে।

এসএন প্রধান বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ঘূর্ণিঝড় আমফান সম্পর্কিত ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) ভবিষ্যদ্বাণী খুব সঠিক ছিল। রাজ্যে কর্মরত এজেন্সিরা এর জন্য কৃতজ্ঞ। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে শুধুমাত্র সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার কারণে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের সাথে রয়েছে। তাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্ভাব্য সকল সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর দাবি, এনডিআরএফ ধারাবাহিকভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় নিয়োজিত থাকবে।

জেলা প্রশাসন যেখানেই সাহায্য চাইবে, তারা সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

প্রধান আরও বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক-র দল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং প্রয়োজনমতো সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আরও চারটি এনডিআরএফ দল প্রয়োজন রয়েছে। সে-মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকার ৪ টি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, আমফানের ঝড়ের কারণে পশ্চিমবঙ্গে এখন পর্যন্ত ৭২ জন মারা গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিহতদের পরিবারের জন্য ২ লাখ টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

এদিন প্রধান বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টা থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ওড়িশায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ঘূর্ণিঝড় আমফান সম্পর্কে আইএমডি-র বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দাবি, সমস্ত পূর্বাভাস সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ৬০ ঘন্টা আগে জারি পূর্বাভাস অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় একই ট্র্যাকে এগিয়েছে। এছাড়া আইএমডি আগামী ১২ ঘন্টা ধরে আসাম ও মেঘালয়ে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। সাথে ওই অঞ্চলে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে বাতাসের পূর্বাভাস দিয়েছে।

আমফানের তাণ্ডবে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার দুই ২৪ পরগনা পরিদর্শন করবেন মমতা

কলকাতা, ২১ মে (হি স): আমপানের দাপটে লন্ডভন্ড কলকাতা। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ২৪পরগনা সহ বহু জায়গা। বৃহস্পতিবার নবান্ন-এ সাংবাদিক বৈঠকে আগামী শনিবার ক্ষতিগ্রস্ত জায়গা ঘুরে দেখার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে পরিস্থিতি সামলে নেব। চিন্তা করবেন না। হয়তো সব কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবো না। কিন্তু আস্থা রাখুন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাদের পাশে আছে"। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন , ক্ষয়ক্ষতির হিসেব বুঝতে ও পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রি-কে আলাদা আলাদা করে জেলা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে।

তাঁর কথায়, নদিয়া, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ঘুরে দেখবেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও আসানসোলের দায়িত্বে রয়েছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। ববি হাকিম পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ঘুরে দেখবেন। অরুপ রায় ও পুলক রায় দেখবেন হাওড়া। ঝাড়গ্রাম যাবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বসিরহাট সাবডিভিশন, ব্যারাকপুর-সহ উত্তর ২৪ পরগনা খতিয়ে দেখবেন সুজিত বসু ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। অরূপ বিশ্বাস দেখবেন উত্তরবঙ্গের চার জেলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার দায়িত্বে মন্টুরাম পাখিরা।

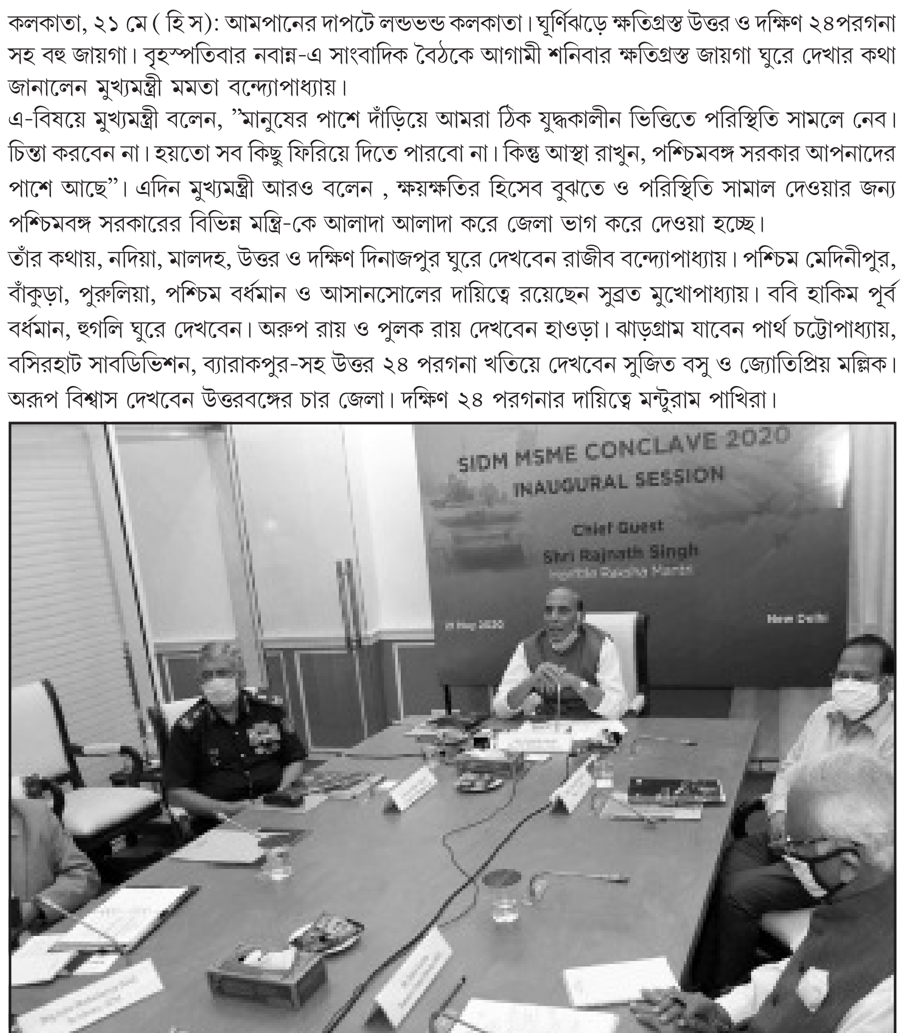

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, জিডিপি-তে বৃদ্ধি, রফতানি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি-তে লঘু উদ্যোগ মেরুদণ্ডের ভূমিকায় রয়েছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ছবি- পিআইবি।

লকডাউন অমান্য, বীরভূমের দুবরাজপুর শহরের বাজার লোকে লোকারণ্য

বীরভূম, ২১মে (হি.স.): লকডাউন-এর মাঝে প্রশাসনের নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দুবরাজপুর শহরের বাজারগুলি লোকে লোকারণ্য। নেই সামাজিক দূরত্বের কোনও তোয়াক্কা। বীরভূমের বাণিজ্য শহর দুবরাজপুরের বাজারগুলি অন্যান্য দিনের মতো, বুধবার সকালেও ছিল জনারণ্য। রঞ্জন বাজার, থানাপাড়া, সোনাপট্টি বসাক পাড়া-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুবরাজপুর শহরের বাজারের ছবি দেখলে বোঝার জো নেই যে এখন লকডাউন চলছে। মেঘ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলছে বাজারে ভিড়। লকডাউন নিয়ে প্রশাসনের নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে অবাধে কেনাকাটা। সামনে ঈদ তাই মানুষ বেরিয়ে পড়েছে বিকিকিনির জন্য। এই অবস্থায় নেই পুলিশের কোনও টহল।

প্রতাপগড়ে

● প্রথম পাতার পর

অনুমান মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে টুটন রুদ্র পালের।

ঘর

● প্রথম পাতার পর

ফলে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে গোপাল দাসের বাড়ি সহ পার্শবর্তী ঘনবসতি এলাকা। স্থানীয় জনগণের বুদ্ধিমত্তার ফলেই এ ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা মিলেছে বলে জানা গেছে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

পাহারা ক্ষেত্রে কোন ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ নজরে এলে গুলি করার অনুমতি দিক সরকার। একমাত্র এই পন্থা অবলম্বন করলেই সীমান্তে অবৈধ কার্যকলাপ একেবারেই বন্ধ হওয়া সম্ভব হলে কৃষ্ণনগর গ্রামের সাধারণ মানুষের দাবী।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

সাথে খোয়াই থানার পুলিশ ময়দানে নেমে পরতেই বিকালে খোয়াই বনবাজার এলাকা থেকে নাবালিকাকে উদ্বার করে। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় অপহরণকারী জয়ন্ত দাসকে।

আর্থিক সহায়তা

আটের পাতার পর

এছাড়া মালবাসা পঞ্চায়েতের সম্পতি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ আরও ৪৩টি পরিবারকে ২লক্ষ ২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। বীরগঞ্জ পঞ্চায়েতে ঘূর্ণিঝড়ে ১০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। পরিবারগুলিকে মোট ৮০ হাজার টাকা সহায়তা হিসেবে দেয়া হবে।

দান অব্যাহত

আটের পাতার পর

পরিস্থিতিতে সরকারের সহযোগিতা করা প্রধান কাজ বলে জানান তিনি। আর সেই কাজ সঠিক দিশায় হচ্ছে রাজ্যে। আর বর্তমানে রাজ্যও চ্যালেঞ্জের মুখে। আর এই পরিসিতিতে সরকার ও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। বর্তমান পরিসিতিতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রান তহবিলের দানের পাশাপাশি ত্রান সামগ্রী প্রদানে সকল অংশের মানুষ স্বতঃস্ফুত ভাবে এগিয়ে আসছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের নিলস দায়িত্ব পালনের বিষয়ে তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

হাসিনার আহ্বান

তিনের পাতার পর

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশন যেটি এখন ভাচ্যুয়ালভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগদান এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের কথা ছিল। তিনি ভিডিওবার্তাতেই সেই বক্তৃতা দিলেন।

জরুরী পরিষেবা

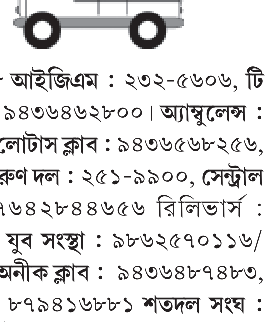

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফের সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, যোগ্য জবাব ভারতের

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি. স.): করোনায় বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের অভ্যাস অপরিবর্তিত রেখেছে জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদের সূতিকাগার পাকিস্তান।বুধবার সকালে ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনা ও গ্রামগুলোকে লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গলা বর্ষণ করতে থাকে তারা। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত।এদিন সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট নাগ জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কিরনি ও দেগওয়ারা সেক্টরে মাঝারি ও ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র অবিরাম ধারায় গুলি বর্ষণ করে পাকিস্তান। পাশাপাশি চলে মর্টার শেলিংও।পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল গুলির লড়াই। উল্লেখ করা যেতে পারে এই নিয়ে টানা তিন দিন সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। সোমবার পুঞ্চ এর গুলপুর সেক্টর, মঙ্গলবার বালাকোট সেক্টরে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে তারা। প্রতিবারই পাল্টা যোগ্য জবাব দিয়ে ভারত মনে করা হচ্ছে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করানোর লক্ষ্যেই এই গোলাবর্ষণ করেছে পাকিস্তান।

কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে ধর্মনগরে গরীব মানুষদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। বিজেপি কিষান মোর্চার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরের যুবরাজনগরে গরীব অংশের মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক জহর সাহা, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন, বর্ণালী গোস্বামী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। খাদ্য পণ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি জহর সাহা বলেন, করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দেশের গরিব অংশের মানুষ ভয়ঙ্কর সংকটের মুখে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার গরিব অংশের মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে। তদুপরি সংগঠনের পক্ষ থেকে এইসব গরিব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যে মোট ২৮ হাজার গরীব অংশের মানুষের মধ্যে কিষান মোর্চার পক্ষ থেকে প্রাণ সামগ্রী বন্টন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি জহর সাহা।

তলিয়ামুড়া ও কল্যাণপুর ব্লকে প্রাণী টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া ও কল্যাণপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ এলাকায় গরু ও মহিষের মুখ এবং পায়ের ঘাঁ প্রতিরোধে টিকা দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মহকুমা কার্যালয়ের কর্মীরা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে এই টিকা বিনামূল্যে প্রদান করছেন। বর্তমানে গরু ও মহিষকে এই টিকা দেওয়া হলেও পরবর্তীতে ভেঁড়া, ছাগল এবং শূকরের জন্যও টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এ মাসের এখন পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া ব্লকের ১৫৭৪ টি এবং কল্যাণপুর ব্লকের ১১৯২টি গরু ও মহিষকে এই টিকাকরণের আওতায় আনা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জানান তিনি। সহযোগিতা চেয়ে পাঠান কেন্দ্রের কাছেও। বৃস্পতিবার টুইট করে মোদী সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, এমন এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গকে সর্বোতভাবে সাহায্য করা হবে। আমপানের প্রভাবে ইতিমধ্যেই ৭২ জনের মৃত্যু গোটা রাজ্যে। তার মধ্যে শুধু কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। প্রথমে জানা গিয়েছিল কলকাতায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরে কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও বাকি ৪ জনকে শনাক্ত করা যায়নি।

ঘর নির্মাণ

আটের পাতার পর

৫টি, দক্ষিণ তুইসামা ভিলেজে ৫টি, গছিরামপাড়া ভিলেজে ৫টি, খুমপুই ভিলেজে ৫টি, দক্ষিণ দশদা ভিলেজে ৫টি, উত্তর দশদা ভিলেজে ৫টি পরিবারের জন্য ঘর নির্মাণ করার কাজ চলছে। প্রতিটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। কাঞ্চনপুর মহকুমা মৎস্য তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পেয়েছেন

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা করা হয়েছে ৪২২১ জনের। আজকের দিনে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৭২৯ জনের। নমুনা পরীক্ষা চলছে ৭৫০ জনের। আজ ১৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ার পর শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তাদের নির্দিষ্ট কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চুড়াইবাড়ি চেকপোষ্ট দিয়ে ৫১৮ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। এদিন চুড়াইবাড়ি দিয়ে ৩০৯টি যানবাহন প্রবেশ করেছে রাজ্যে। ২৩৭টি ট্রাক এবং ৪০টি যাত্রীবাহী যানবাহন নন হটস্পট এলাকা থেকে এসেছে। ২৮টি ট্রাক এবং ৪টি যাত্রীবাহী যানবাহন হটস্পট এলাকা থেকে চুড়াইবাড়ি দিয়ে রাজ্যে এসেছে। আজ সেখানে মোট ১১০ জন ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। চুড়াইবাড়ি এলাকা থেকে আজ ২২৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামী ২৩ মে আমবাসা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে ১৬৫৬ জনকে নিয়ে একটি ট্রেন ছাড়বে। ২৪মে বিশ্রামগঞ্জ থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে আরও একটি ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা চলছে। ২৪মে বিলোনীয়া থেকে আসামের উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন চালানো হবে। ২৫ এবং ২৬ মে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে একটি ট্রেন ছাড়ার প্রচেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আটকে পড়া রাজ্যের ৮৩ জন নাগরিকের আগামী ২৬ কিংবা ২৭ মে রাজ্যে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক থেকে এমনই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। আগামী ২৭ মে ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ের যাত্রীদের নিয়ে দিল্লি থেকে একটি ট্রেন ছাড়বে। পাশাপাশি ২৭মে কেরল থেকেও অন্য একটি ট্রেন ছাড়বে। তেলেঙ্গানা থেকে গতকাল রাতে একটি ট্রেন ছেড়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, মহারাষ্ট্র থেকে আজকে একটি ট্রেন ১৩৪২ জন যাত্রী নিয়ে ধর্মনগর এবং আগরতলা রেলস্টেশনে পোঁছাবে। এজন্য ধর্মনগর রেলস্টেশনে ৪টি এবং আগরতলা রেলস্টেশনে ১০টি নিং টিমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া ১২টি টিম নমুনা সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরমধ্যে ১০টি আগরতলা এবং ২টি ধর্মনগর রেলস্টেশনে থাকবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, বহির্রাজ্যে আটকে পড়া ৬৯৬৫ জন রাজ্যের নাগরিককে মোট ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৬২০ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ে ১২২৩ জনকে মোট ৩৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯০০ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানান, এপর্যন্ত মুখ্যমীর ত্রাণ তহবিলে ১৮কোটি ৩১ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে। এরমধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শ্রেণী বিদ্যালয় সেন্টারটি রেড জোন এলাকায় পড়ার কারণে ঐ সেন্টারের ৩৫ জন পরীক্ষার্থী আমবাসার চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবে। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ৬০টি পরীক্ষা সেন্টারের অন্তর্গত ১০০টি ভেন্যুতে বাকি থাকা পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে। ওল্ড কোর্স ওল্ড প্যাটার্নে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে ৩০৯ জন। মাদ্রাসা ফাজিলে মোট পরীক্ষার্থী ২৮ জন। মাদ্রাসা আলিমে নিউ সিলেবাসে পরীক্ষার্থী ১০০ জন এবং মাদ্রাসা আলিমে ওল্ড সিলেবাসে পরীক্ষার্থী ১ জন। পরীক্ষা ভেন্যুগুলিকে পরীক্ষা শুরু করার আগে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা করা হবে। সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনেই এই পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

অপর একটি প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি যাতে এবছর কোনও ধরণের ফি বৃদ্ধি না করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফি ছাড় দেওয়া যায় কিনা তারজন্য শিক্ষা দপ্তর বেসরকারি বিদ্যালয় কর্তপক্ষের সাথে আলোচনা করেছে। তাদের কাছে আহ্বান রাখা হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফি কম করার জন্য। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয় কর্তপক্ষ তাদের গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তরকে অবগত করেছে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করে শিক্ষামন্ত্রী জানান, অনেক বেসরকারি বিদ্যালয়ই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফি কম করেছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ৩৪৩টি বেসরকারি বিদ্যালয়ে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৬৭ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

ছেলে

● প্রথম পাতার পর

খরচ করে তাকে কাজের সন্ধানে বহিরাজ্যে পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন থাকার পর সে পুনরায় বাড়িতে চলে আসে এবং পরিবারের আপত্তি সত্বেও সে এক মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। তারপর থেকেই ছেলে এবং ছেলের বৌ মিলে মা এবং বাবাকে অত্যাচার চালিয়ে আসছে।

জায়গা সম্পত্তি নিয়েও তাদের মধ্যে ঝামেলা চলতো। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অত্যাচারের মাত্রাটা আরও বেশী বেড়ে যায়। সকালে মামনের পিতা ও মা থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে আসার পথেই বাধসাধে এলাকার মাতব্বরদের। আক্রান্ত মা জানিয়েছেন, মাতব্বরা নাকি বলেছেন বিষয়টি মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু এদিন সন্ধ্যার সময় কোন একটি বিষয় নিয়ে অভিযুক্ত পুত্র দা নিয়ে তার মার হাতে আঘাত করে। এতে গুরুত্বর ভাবে আহত হয় মা। প্রথমে তাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর তিনি তার ছেলের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

রামনগরে

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্র করে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ঘটনা যাই হোক না কেন, রাজধানী আগরতলা শহর এলাকায় লকডাউন চলাকালেও অপরাধ চক্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। পর পর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। লকডাউন চলাকালে রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের সর্বত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও কিভাবে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে চলেছে তা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্নে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন।

এদিকে রামনগর আউটপোস্ট পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধারের পর ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে ওসি রাজু দত্ত জানান এটি হত্যাকাণ্ড কিনা তা এখনো নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছেন না। এটি হত্যাকান্ড কিনা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পুলিশ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবে বলে জানিয়েছেন রামনগর আউটপোস্ট ওসি রাজু দত্ত। পুলিশ এ ব্যাপারে যাই বলুক না কেন, এটি যে একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা পথচারীসহ সাধারণ মানুষ স্পষ্টভাবে বলে চলেছেন। এই হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য উদঘাটনের দাবি উঠেছে।

থেকে

● প্রথম পাতার পর

সারা দেশে লকডাউন চলছে। তখন থেকেই বাণিজ্যিক যাত্রী বিমান পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছিল। বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী বুধবার ঘোষণা করেছিন, ২৫ মে থেকে অভ্যন্তরীণ বিমানগুলি-র পরিষেবা পুনরায় শুরু করা হবে।

অগ্নিপরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

থেকে আসে, তখন পুরো বাড়িকেই কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন কোন অসুবিধা হলে টেলিফোনের মাধ্যমে নিকটজন, এমনকি পাড়াপড়শির সাহায্য নিতে, তবুও যাতে বাড়ির বাইরে বের না হন।

বিগত দিনে রাজ্যবাসী যেভাবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারকে সহযোগিতা করেছে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আগামী এক দেড় মাস সবাইকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান রাখেন।মুখ্যমন্ত্রী এদিনের ভিডিও বার্তায় আরও বলেন, এই সময়ে সবাইকে কাজ করতে হবে, আবার করোনাকে বিতাড়িতও করতে হবে। সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে করোনা সংক্রমণ যাতে কোনোভাবেই কমিউনিটিতে ছড়িয়ে না পড়তে পারে। তাই সবাইকে ঘুম থেকে উঠেই হোম কোয়ারেন্টাইন শব্দটা স্মরণ করার পরামর্শ দেন তিনি।

শিক্ষা বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। শিক্ষা বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার শিক্ষা অধিকর্তার কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রথম শ্রেণী থেকে পাশ ফেল প্রথা চালু করা, ছাত্র-ছাত্রী কম থাকার অজুহাতে স্কুলগুলি থেকে বিজ্ঞান, বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিভাগ প্রত্যাহার করা যাবে না, এমনকি কোন বিষয় প্রত্যাহার করা যাবে না, রাজ্যের প্রত্যন্ত স্কুল গুলি থেকে কোন স্কুল বন্ধ করা যাবে না প্রভৃতি। সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি পেশ করেন। অধিকর্তা দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে শিক্ষা বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

তামিম-কোহলির মধ্যে মিলও কম নেই

পরিসংখ্যানের বিচারে তামিম ইকবাল ও বিরাট কোহলির মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকলেও কিছু কিছু জায়গায় দুজনের মধ্যে রয়েছে দারুণ মিল

আগমনী বার্তাটা ভারতকে পেয়েই দিয়েছিলেন তামিম ইকবাল। ২০০৭ বিশ্বকাপে সেরা ফর্মের জহির খানকে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে ছক্কা মেরে তামিম পুরো বিশ্বকে যেন জানান দিয়েছিলেন, আমি থাকতেই এসেছি।

সেখান থেকে তামিম দেখেছেন অনেক উত্থান-পতন। খুব ভালো সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। খুব বাজে সময়ও পার করেছেন।বিশ্বসেরাদের একজন হওয়ার ইচ্ছে ও প্রচেষ্টা সবসময়ই তাঁর ছিল। সেই তেড়েফুঁড়ে ছক্কা মারা ছেলেটি এখন বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক।বিরাট কোহলির গল্প কিছুটা ভিন্ন। অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক হয়ে পরিচিতি পেয়ে যান খুব অল্প সময়েই।প্রতিভা তো ছিলই। কিন্তু ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোহলির শুরুটা তামিমের মতো চমকে দেওয়া ছিল না। অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি তাঁকে দলেই নিতে চাননি।নির্বাচকদের পছন্দে ২০০৮ সালে শ্রীলঙ্কার বিমান ধরেন কোহলি। এরপর যতই সময় গড়িয়েছে, কোহলি উন্নতি করেছেন লাফিয়ে লাফিয়ে। রাহুল দ্রাবিড় বলতেন, ”কোহলিকে আমি যতবারই দেখি, আগেরবারের থেকে ভিন্ন ক্রিকেটার মনে হতো। প্রতিবারই তাঁর কিছু না কিছু উন্নতি অবাক করত।” উন্নতির ধারা এখনো থেমে যায়নি। তাই তিন সংস্করণের ক্রিকেটে গত কয়েকবছর ধরেই কোহলি বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। দেশের অধিনায়ক হয়েও কোহলির রেকর্ডও ঈর্ষা করার মতো।

সেই ২০০৭ থেকে শুরু, এখনো কোহলির ভারতকে ঠেকাতে তামিমের দরকার পড়ে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ, ভারত দুই দলকেই তামিম ও কোহলির ব্যাটিংয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। ব্যাটিংয়ের ধরনেও ভালো মিল আছে দুজনের। তারা গতির বিপক্ষে ব্যাটিং করতে বেশ পছন্দ করেন।

আগ্রাসী মেজাজের ব্যাটিং দুইজনকে এক করে। একই বলে দুই-তিন রকমের শট খেলার সামর্থ্য রাখেন কোহলি-তামিম। বিশেষ করে প্যাডের ওপরের বলে দুজনই ভয়ংকর।পেছনের পায়েও সমান কার্যকর। কবজির মোচড়ে সেরা বোলারদেরও বাউন্ডারি ছাড়া করেন।

স্পিনেও সাবলীল। বাংলাদেশের মাটিতে স্পিন উইকেটে তামিমের বেশ কিছু বড় ইনিংস আছে। কোহলিও স্পিন স্বর্গ জয় করেছেন বেশ কয়েকবার। স্পিনে দুইজনই কাভারের ওপর দিয়ে ইনসাইড-অউট শট খেলতে পছন্দ করেন।

তামিম স্পিনে সুইপ-রিভার্স সুইপ বেশি খেলেন। কোহলিকে খুব একটা রিভার্স সুইপ করতে দেখা যায় না। তবে ১-২ রান নেওয়ার ক্ষেত্রে তামিম থেকে কোহলি ঢের এগিয়ে। রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে কোহলি যেন অন্য গ্রহের কেউ। ক্যারিয়ারের মাঝপথে এসে দুজনই নিজেদের ব্যাটিংয়ে বড় পরিবর্তন আনেন। ২০১৪ সালে অফ স্টাম্পের বাইরের বলে কোহলির সমস্যা হচ্ছিল। শচিন টেন্ডুলকারের সঙ্গে কাজ করে সমস্যার সমাধান করেন কোহলি। একই সময় ঝুঁকিপূর্ণ শট কমিয়ে খেলে নিজের ব্যাটিংয়ে আমুল পরিবর্তন আনেন তামিম। এরপর থেকে ওয়ানডে ক্রিকেটে তামিমের গড় ৫০ এর নিচে নামেনি।

একই সময় কোহলি নিজের ফিটনেসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনেন। তামিমও ফিটনেস নিয়ে ভাবা শুরু করেন একই সময়ে।

দুজনই সব কন্ডিশনের ব্যাটসম্যান। তামিম ২০১০ সালের ইংলিশ গ্রীষ্মের শুরুতে বড় রান করেছিলেন। গ্রীষ্মের শুরুতে রান করা কত কঠিন সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোহলি ক্যারিয়ারের শুরুতে ইংল্যান্ডে ব্যর্থ হলেও ২০১৮ সালে ইংল্যান্ড সফরে পুষিয়ে দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশনে দুজনই রান করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কোহলির রেকর্ড দারুণ। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় তামিমের খুব বেশি খেলার সুযোগ হয়নি।

দুই প্রতিবেশি দেশের দুই তারকা ক্রিকেটার আজ একই সঙ্গে অনলাইনে আড্ডা দিতে যাচ্ছেন। আজ রাত সাড়ে ১০টায় তামিমের সঙ্গে ফেসবুক পেজে লাইভ আড্ডায় যোগ দেবেন কোহলি। দুই দেশের এ দুই তারকা ব্যাটসম্যানের আড্ডায় নিশ্চিতভাবেই ক্রিকেট প্রাণ খুঁজে পাবে এই করোনাকালে।

”ভারতের হয়ে না খেললে শেবাগ ১০ হাজার রান করত”

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়কের মতে, ভারত ছাড়া অন্য কোনো দলে খেললে শেবাগ টেস্টে ১০ হাজার রান করতে পারতেন।

১৯৯৯ সালে ওয়ানডে দিয়ে ভারতের জার্সিতে অভিষেক হয় বীরেন্দ্রর শেবাগের। সীমিত ওভারের খেলায় যোগ্যতা প্রমাণ করেই ২০০১ সালে তাঁর গায়ে ওঠে সাদা জার্সি।

২০১৩ সালে টেস্ট অধ্যায় শেষ করার আগে ১০৪ টেস্টে ১৮০ ইনিংসে মারকুটে এই ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে এসেছে ৮৫৮৬ রান। ভারতের হয়ে না খেলে অন্য যে কোন দলের হয়ে খেললে শেবাগের রান ১০ হাজারের বেশি থাকত বলে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক উইকেটরক্ষক ও ব্যাটসম্যান রশিদ লতিফ। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন শেবাগ। পরে অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর আগ্রহে ওপেনিংয়ে সুযোগ পেয়ে বনে যান বিধ্বংসী ওপেনার। ওয়ানডে ও টেস্টে অনেক দিন শচীন টেন্ডুলকারের ওপেনিং সঙ্গী ছিলেন। ভারতীয় দলে তখন তারকা ব্যাটসম্যানদের ছড়াছড়ি।

শচীন ছাড়াও রাহুল দ্রাবিড়, গাঙ্গুলী, ভিভিএস লক্ষণদের মতো বিশ্বসেরা তারকারা। তাঁদের মাঝে আলাদাভাবে নিজেকে ফুটিয়ে তোলা কঠিন কাজই বটে!

শেবাগ তা পারেননি, তা নয়। ভালোই পেরেছেন। তবে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফের মতে, শচীন-গাঙ্গুলীদের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন শেবাগ। নাহলে শেবাগের নামের পাশে টেস্টে ১০ হাজার রান থাকতে পারত বলে মনে করেন লতিফ, ”শেহবাগের রেকর্ড তাঁর হয়ে কথা বলে। টেস্টে আট হাজারের বেশি রান আছে তাঁর। তাঁকে সব সময় কারো না কারো ছায়ায় থেকে খেলতে হয়েছে।

শচীন—দ্রাবিড়ের সঙ্গে খেলার সুবাদে তাঁদের ছায়ায় ঢাকা পড়ে থাকতে হয়েছে। অন্য যে কোনো দেশের হয়ে খেললে সে ১০ হাজার রান করতে পারত।”

ভারতীয় দলের ব্যাটিং লাইনআপে তারকার ছড়াছড়ি থাকলেও শেবাগের ব্যাটিংয়ের ধরণই প্রতিপক্ষ বোলারদের কাছে তাঁকে বেশি ভয়ের কারণ বানিয়ে রেখেছিল বলে মনে করেন লতিফ, ,”শুরু থেকেই আক্রমণে যেতো শেবাগ। ওপেনাররা শুরুতে দেখে শুনে খেলে, পিচের ধরন বুঝে। গ্লেন ম্যাকগ্রা, ওয়াসিম আকরামের মতো বোলাররা কেমন বল করছেন, তা বুঝে ব্যাট করতেন ব্যাটসম্যানরা। কিন্তু শেবাগ ছিল অন্য ধাঁচের, কাউকে ভয় পেত না।”

সৌরভকে আইসিসি সভাপতি দেখতে চান স্মিথ

আইসিসি সভাপতি হিসেবে শশাঙ্ক মনোহরের মেয়াদ ফুরোচ্ছে এ মাসেই। এরপর আইসিসি সভাপতি হবেন কে? নিজের পছন্দ আগেই বলে দিলেন ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা (সিএসএ)পরিচালক ও সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআিই) সভাপতি গাঙ্গুলীকে পরবর্তী আইসিসি সভাপতি হিসেবে দেখতে চান স্মিথ।

সিএসএ প্রধান নির্বাহী জ্যাক ফাউলও সৌরভকে সমর্থন দিয়েছেন। ভারতীয় কেউ আইসিসির দায়িত্ব নিলে সমস্যা নেই, জানিয়েছেন তিনি। এদিকে করোনা মহামারির মধ্যে মনোহরের মেয়াদ দুই মাস বাড়তে পারে। স্মিথ এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা জমিয়ে দিলেন। কারণ ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) সাবেক প্রধান কলিন গ্রেভস সভাপতি হওয়ার দৌড়ে আছেন, জানায় সংবাদমাধ্যম।

স্মিথ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ”আমাদের জায়গা থেকে সৌরভ গাঙ্গুলীর মতো ক্রিকেটের কাউকে দেখতে ভালোই লাগবে আইসিসি সভাপতি পদে।

খেলার জন্যই ভালো হবে। সে খেলাটা বোঝে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলেছে।

তাঁর নেতৃত্বটা সবচেয়ে কাজে লাগবে।”দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এ কথা বলার আগে সৌরভকে সমর্থন দেন ডেভিড গাওয়ারও। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক বলেছিলেন, আইসিসি সভাপতি হওয়ার মতো রাজনৈতিকজ্ঞান আছে সৌরভের।

মাশরাফি দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছে : উইলিয়ামসন

নতুন নিউজিল্যান্ডের ”রূপকার” বলা হয় সাবেক কিউই অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে। নিউজিল্যান্ডের ২০১৫ বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠায় তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ও নেতৃত্বগুণ ছিল এক নম্বর কারণ। ওয়ানডে ক্রিকেটের চেহারা পাল্টে দিয়েছিলেন ম্যাককালাম। তাঁর দেখানো পথেই ২০১৯ বিশ্বকাপ জেতে ইংল্যান্ড।

ম্যাককালাম যা করেছেন নিউজিল্যান্ডে, বাংলাদেশে আবার সেটা করেছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা। বাংলাদেশের ক্রিকেটের চেহারাই পাল্টে দিয়েছেন তিনি। ম্যাককালামের পর নিউজিল্যান্ডের অধিনায়কত্ব পান কেন উইলিয়ামসন। কদিন আগে নেতৃত্ব ছাড়া মাশরাফির জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছেন তামিম ইকবাল। আজ দুপুরে দুজনই ফেসবুক লাইভে আড্ডায় মাতেন নিজেদের সাবেক অধিনায়কদের নিয়ে।

ম্যাককালামের অবসরের পর অধিনায়ক হিসেবে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ সামলাতে হয়েছে? তামিমের এমন প্রশ্নের উত্তরে উইলিয়ামসন বলেন, ”তুমি মাশরাফি ও ব্রেন্ডনের কথা বলছিলে, দুজনই দীর্ঘ সময় ধরে দলকে দারুণভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে। আমি ব্রেন্ডনের কাছ থেকে শেখার ভালো সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে, ব্রেন্ডন অধিনায়কত্বের সঙ্গে খেলাও ছেড়েছে। এটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। মাশরাফি তো এখনো খেলছে। এটা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।”

ম্যাককালামের সাফল্য ধরে রাখা ছিল উইলিয়ামসনের আরেক চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জে অবশ্য উইলিয়ামসন লেটার মার্কস পাচ্ছেন। ২০১৫ সালে ম্যাককালাম যা করেছেন, ২০১৯ বিশ্বকাপে উইলিয়ামসনও ঠিক তাই করেছেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দলকে নিয়ে গেছেন বিশ্বকাপ ফাইনালে।

উইলিয়ামসন বলছিলেন, ”আরেকটা চ্যালেঞ্জ ছিল দল হিসেবে বিকশিত হওয়ার ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। আমরা জানি ক্রিকেটারদের বয়স হয়, তাঁরা অবসর নেয়।

আর অধিনায়ক হিসেবে যারা আছে দলে তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলা শুরু করতে হয়।

লিগ শুরুর আগে ৪ সপ্তাহের অনুশীলন প্রয়োজন

দীর্ঘ বিরতির পর তাড়াহুড়ো করে খেলায় ফিরলে খেলোয়াড়দের চোটে পড়ার জোরালো শঙ্কা থাকবে। তাই ফুটবল ফেরানোর আগে লম্বা সময়ের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা দেখছেন ইতালিয়ান ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট দামিয়ানো তোম্মাসি। জানিয়েছেন, পুনরায় সেরি আ মৌসুম শুরুর আগে অন্তত চার সপ্তাহ অনুশীলনের সময় চান তারা।

ইতালিয়ান টিভি চ্যানেল আরএআইকে গত মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে নিজের অভিমত জানান তোম্মাসি।

“চোট এড়াতে অন্তত চার সপ্তাহের অনুশীলন প্রয়োজন, যদিও অনেকে ছয় সপ্তাহের কথা বলছে।”

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত ৯ মার্চ থেকে স্থগিত আছে সেরি আ লিগ। অন্তত ১৪ জুন পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটি স্থগিত থাকবে বলে গত সোমবার জানায় ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন।

২০২২ বিশ্বকাপ পর্যন্ত বেলজিয়ামের কোচ মার্তিনেস

বেলজিয়ামের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন কোচ রবের্তো মার্তিনেস। ২০২২ বিশ্বকাপ শেষ হওয়া পর্যন্ত দলটির দায়িত্বে থাকবেন ৪৬ বছর বয়সী এই স্প্যানিয়ার্ড।

বেলজিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বুধবার খবরটি নিশ্চিত করেছে।

২০১৬ সালে দায়িত্ব নেওয়া মার্তিনেসের চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২০ ইউরো পর্যন্ত। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এই টুর্নামেন্ট পিছিয়ে গেছে ২০২১ সালে। আর ২০২২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে কাতারে হওয়ার কথা বিশ্বকাপের পরের আসর।

মার্তিনেসের অধীনে ২০১৮ বিশ্বকাপে তৃতীয় হয়েছিল বেলজিয়াম। বর্তমানে ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছে তারা। ইউরো বাছাইয়ে নিজেদের ১০ ম্যাচের সবগুলোই জিতেছে ‘রেড ডেভিলস’ নামে পরিচিত দলটি।

সাকিব-রাজ্জাককে যমের মতো ভয় পেতেন পিটারসেন

২০১০ সালের দিকে বাঁহাতি স্পিনকে যমের মতো ভয় পেতেন কেভিন পিটারসেন। ঠিক সেই সময়ই চট্টগ্রাম ও ঢাকার উইকেটে সাকিব ও রাজ্জাককে সামলাতে হয়েছে পিটারসনকেক্যারিয়ারের শুরুতে শেন ওয়ার্ন, মুত্তিয়া মুরলিধরনের বিপক্ষে দুর্দান্ত কিছু ইনিংস খেলেছিলেন সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান কেভিন পিটারসন।

দীর্ঘদেহী হওয়ায় সামনের পা ব্যবহার করে বিশ্বের বাঘা বাঘা স্পিনারদের লেংথ এলোমেলো করে দিতেন সহজেই।

কিন্তু ডিআরএস আসায় স্পিন খেলায় কৌশলে পরিবর্তন আনতে হয় পিটারসনকে।ব্যাটিংয়ের কৌশল পুরোটাই পাল্টে ফেলতে হয়। ২০১০ সালের কথা, তখন বাংলাদেশে দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে এসেছিল ইংল্যান্ড।

সাকিব আল হাসান ও আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন বাংলাদেশ টেস্ট দলে।

এই দুই বাঁহাতি স্পিনারকেই যমের মতো ভয় পেতেন পিটারসন।সম্প্রতি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে উপমহাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে গিয়ে আসে বাংলাদেশ সফরের প্রসঙ্গ।

পিটারসেন বলছিলেন, ”বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা যেখানে খেলা সত্যিকার অর্থেই কঠিন। তাদের বাঁহাতি স্পিনারদের খেলা আমার জন্য বেশ কঠিন।

তাদের প্রত্যেক বোলারই যেন বাঁহাতি স্পিনে পাকা। সেখানকার বিমানে উঠেও মনে হয়েছে সবাই বাঁহাতি স্পিন বোলিং চর্চা করছে। বাংলাদেশ নিয়ে ভাবতে গেলেই আমার সামনে বাঁহাতি স্পিনার ভেসে উঠত (হাসি)।”

তবে ২০১০ সালে বাঁহাতি স্পিনে দুর্বলতা থাকলেও চট্টগ্রাম ও ঢাকা টেস্টে ৯৯ ও অপরাজিত ৭৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সাবেক এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। পরে ভারতীয় কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের সাহায্যে বাঁহাতি স্পিন সমস্যার সমাধান করেন পিটারসেন।

Notice Inviting Tender

Sealed tender is hereby invited on behalf of the Government of Tripura from the bonafide registered resourceful suppliers/ growers/ Firms of Cooperative Societies for supply of Sericulture planting materials, fencing materials, organic manure & construction of Citizen Information Board etc. under MGNREGA scheme at different field areas of 3 Sericulture Clusters viz. Santirbazar, Radhanagar & Kalachara under South Tripura during the year 2020-21 Date of dropping: 02-06-2020 to 06-06-2020 (from 11 am to 2 pm) Date of opening on: 06-06-2020 at 3 pm. Venue of dropping & opening: 0/o the Asstt. Director (Seri), Sericulture Training Institute, Santirbazar, South Tripura.

Detail terms & conditions will be available in the office of the undersigned which may collect during office hours upto 05-06-2020 on payment of Rs.200/- only.

(Tapas Mog)
Handloom Development Officer
Sericulture Training Institute
Santirbazar: South Tripura

ICA/C-317/2020-21

The Executive Engineer, Agartafa Division No.III, PWD(R&B), Agartala invites e- tenders vide PN1eT No.04/ EE/Divn.111/PWD(R&B)/2020-2021, Dated 14th May, 2020 for the works detailed below:-

1/ [DNIT No. 01/SE-WPWD(R&B)12020-21] [Estimated Cost 21,02,84,730.00] 2/ DNIeT No. 10/EE/Divn.111/ PWD(R&B)/2020-21] [Estimated Cost: 26,97,264.00] 3/ [DNIeT No. 11/EE/Divn.111/ PWD(R&B)/2020-21 [Estimated Cost: 25,73,414.00]

Bid documents can been seen in the website http:// tripuratenders.govin w.e.f. 14th to 30th May, 2020 and last date of downloading & bidding for bids is 30th May, 2020 up to 3:00pm.

NOTE: NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

(PRIYABRATA PAUL)
Designation: Executive Engineer
Division No-111, PWD(R&B),
Agartala, West Tripura

ICA/C-312/2020-21

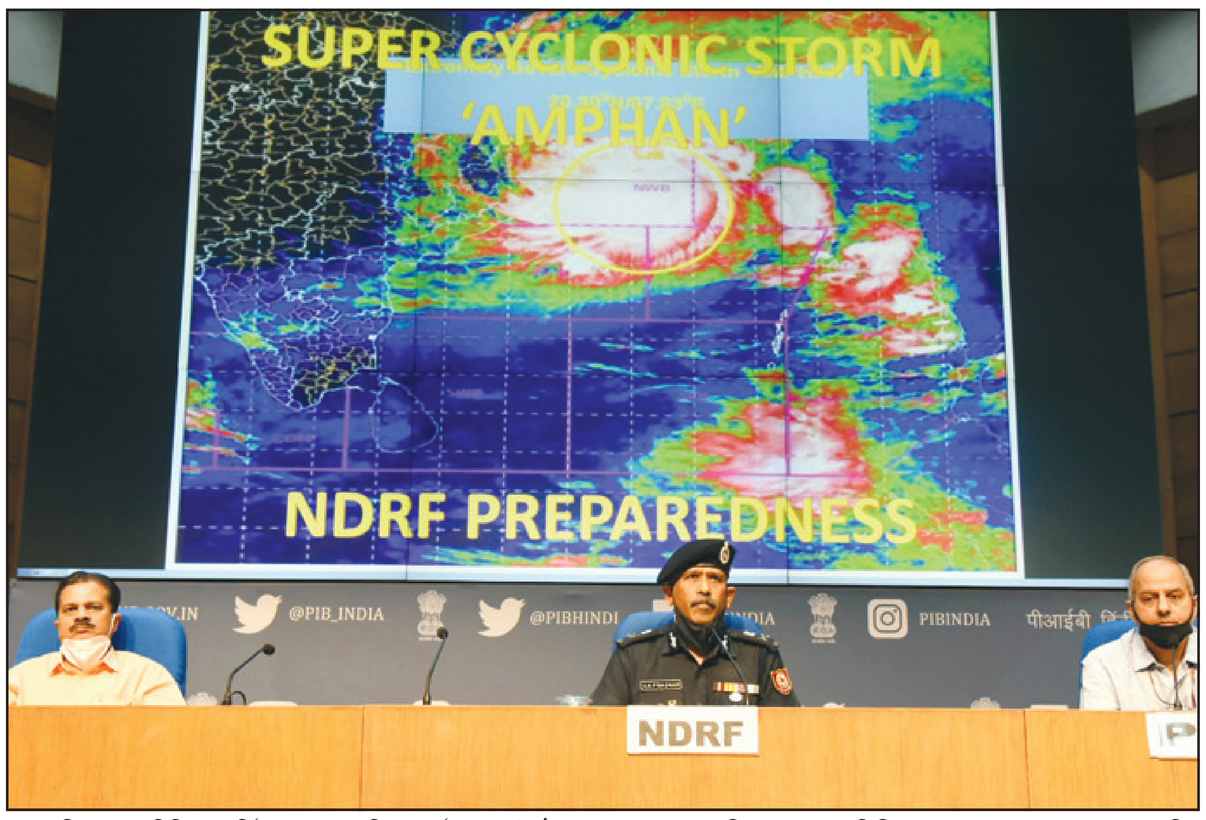

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ঘূর্ণিঝড় আমফান নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকের নেতৃত্ব দেন এনডিআরএফ এর ডিজি এস এন প্রধান সহ অন্যান্যরা। ছবি-পিআইবি।

অসমে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২১০, বাড়ছে উদ্বেগ

গুয়াহাটি, ২১ মে (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮.০০ টায় তাঁর শেষ টুইট আপডেটে সংখ্যা বেড়ে ২১০ হয়েছে বলে জানিয়েছেন। গতকাল রাত পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ১৮৫। এর পর দফায় দফায় প্রথমে দুই, এর পর এক এবং বৃহস্পতিবার বেলা ১২:২০ মিনিটে আরও দুজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ওই টুইটে তিনি রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা মোট ১৯১ হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। এর পর চতুর্থবারের টুইট আপডেট করে রাজ্যের মানুষকে সতর্ক করে এ পর্যন্ত সর্বশেষ এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আজ একদিনে রাজ্যে ১৫ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। নতুন আক্রান্ত সকলে বহিঃরাজ্য থেকে এসেছিলেন। গুয়াহাটিতে আসার পর তাঁদের সরুসজাই স্টেডিয়ামে একান্তবাসে রাখা হয়েছিল। আক্রান্তদের দুজন পশ্চিম কার্বি আংলঙের, ১ জন দরং এবং এক জন ওদালগুড়ি জেলার। ণ্গমন্ত্রী জানান, বর্তমানে ১৪২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত, তাঁরা চিকিতসাধীন। এছাড়া ৫৪ জনকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। পর পর নমুনা পরীক্ষায় তাঁদের রেজাল্ট নেগেটিভ আসায় ছুটি দিয়ে গৃহ একান্তবাসে থাকতে বলা হয়েছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে চার জনের মৃত্যু হয়েছে এবং তিনজন বহিঃরাজ্যের। তাঁরা নিজের রাজ্যে চলে গেছেন।

আজ তৃতীয় টুইটে মন্ত্রী আরও আটজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিন জন কোকরাঝাড়, ২ জন শিবসাগর, ২ জন ধুবড়ি এবং একজন ডিব্রুগড়ের বাসিন্দা। এর আগে কোকরাঝাড়ে আরও দুজনের শরীরে মারণ করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছিল। তারা কোকরাঝাড়ের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। গতকাল ৩১ এবং পরশু অর্থাত মঙ্গলবার ৪২ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যে প্রথম গত ৩১ মার্চ প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। তার পর যথাক্রমে ৭ মে পর্যন্ত ৫০, ১৭ মে পর্যন্ত ১০০, ১৯ মে পর্যন্ত ১৫০ এবং আজ ২১ মে এই খবর লেখা পর্যন্ত ২০৩টি কোভিড-১৯ পজিটিভের মামলা ধরা পড়েছে। আজ রাত ৮:০০ টার মেডিক্যাল বুলিটিনে প্রাপ্ত জেলা ভিত্তিক করোনা-আক্রান্তের তালিকায় দেখা গেছে, কামরূপ মহানগর (গুয়াহাটি) জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮১ জন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন সুস্থ, তিনজনের মৃত্যু এবং সক্রিয় রোগী ৭২, দুজন অভিবাসী। কাছাড়ে মোট আক্রান্ত ১৪, সক্রিয় ৪, সুস্থ ১০ জন। করিমগঞ্জে মোট আক্রান্ত ৫, দুজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও সক্রিয় ৩। হাইলাকান্দিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ১ জন, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। হোজাই জেলায় ১০ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এঁরা চিকিতসাধীন। নগাঁওয়ে ৪ জন আক্রান্ত। তাঁরাও চিকিতসাধীন।

এভাবে গোলাঘাটে মোট আক্রান্ত ১৫, সক্রিয় ৬, সুস্থ ৯ জন। কামরূপ গ্রামীণ জেলায় মোট আক্রান্ত ১০, সক্রিয় ৯, সুস্থ ১ জন। গোয়ালপাড়ায় মোট আক্রান্ত ৬, সক্রিয় ২, সুস্থ ৪ জন। মরিগাঁওয়ে মোট আক্রান্ত ৬, সুস্থ ৬ জনই। যোরহাটে মোট আক্রান্ত ৭, সক্রিয় ৪, দুজন সুস্থ এবং একজন অভিবাসী। তিনি তাঁর রাজ্যে চলে গেছেন। ধুবড়িতে মোট আক্রান্ত হয়েছিলেন ৭ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৫ এবং সক্রিয় ২ জন। নলবাড়িতে মোট আক্রান্ত ৬, সক্রিয় ২, সুস্থ ৪ জন।

এদিকে বঙাইগাঁওয়ে মোট আক্রান্ত ৫ জনের সকলেই সুস্থ। শোণিতপুর জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩, সক্রিয় তিন। শিবসাগরে ৩ জন সক্রিয় আক্রান্ত। কোকরাঝাড়ে মোট আক্রান্ত ৭, সক্রিয় এই সাতজনই। দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলায় একজন আক্রান্ত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। লখিমপুর জেলায়ও একজন আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনিও সুস্থ। বিশ্বনাথ জেলায়ও আক্রান্ত দুজন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

উদয়পুরের দিঘীগুলির সৌন্দর্য্যায়নের উদ্যোগ নিলে পর্য্যটন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। মন্দির নগরী উদয়পুর এর জগন্নাথ দীঘি সহ অন্যান্য দিঘীগুলির সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পর্যটন দপ্তর। দিঘী গুলিকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। লকডাউন চলার ফলে এই সৌন্দর্যায়নের কাজও খানিকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে লকডাউন এর নিয়ম কিছুটা শিথিল করার পর থেকে পুনরায় দিঘী গুলির সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিতসিংহ রায় বৃহস্পতিবার উদয়পুর জগন্নাথ দীঘি সৌন্দর্যায়নের কাজ সরজমিনে পরিদর্শন করেন। জগন্নাথ দিঘীরপাড় সৌন্দর্যায়নের কাজ পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পর্যটন মন্ত্রী বলেন অন্যান্য দিঘি গুলির সৌন্দর্যায়নের জন্য পর্যটন দফতর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মূল উদ্দেশ্যই হল দিঘী গুলিকে একদিকে পরিবেশ বান্ধব করে তোলা, অন্যদিকে পর্যটকদের আকর্ষিত করে তোলা। জগন্নাথ দীঘি সহ উদয়পুরের অন্যান্য দিঘী গুলির

কাজ সম্পন্ন হলে নতুন পরিবেশ ফিরে পাবে বলে উল্লেখ করেন পর্যটনমন্ত্রী। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই পর্যটন দপ্তর কাজ করে চলেছে বলে উল্লেখ করেন পর্যটনমন্ত্রী। পর্যটনমন্ত্রীর জগন্নাথ দিঘীর পাড় সৌন্দর্যায়ন পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। জগন্নাথ দিঘীর পাড় সৌন্দর্যায়নের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী।

অটল জলধারা প্রকল্পে কিল্লা ও কাকড়াবনে ১০৪৫টি পরিবারকে পানীয় জলের সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। অটল জলধারা প্রকল্পে গত অর্থবছরে কিল্লা ও কাকড়াবন ব্লক এলাকায় মোট ১,০৪৫টি পরিবারকে বিনামূল্যে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কিল্লা ব্লক এলাকায় ৪৮০টি এবং কাকড়াবন ব্লক এলাকায় ৫৬৫টি পরিবারকে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকায় গত অর্থবছরে ১৫৯টি পরিবারকে অটল জলধারা প্রকল্পে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

মহিলা মোর্চার উদ্যোগে উদয়পুরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। সারা বিশ্বজুড়ে করোনা প্রকোপে রুখতে একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরইমধ্যে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রক্তের সংকট তৈরি হয়েছে। আর সংকট মেটাতে বৃহস্পতিবার গোমতী জেলার সদর মহকুমা উদয়পুরে রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে গোমতী জেলা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, বিজেপি গোমতী জেলার সভাপতি অভিষেক দেব রায় সহ অন্যান্যরা। এটি ৫০ জন মহিলা রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন।বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন আগামী দিনে গোমতী জেলাতে আরো রক্তদান শিবির করা হবে।

তুলাশিখরে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। তুলাশিখর কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয়ের অন্তর্গত তুলাশিখর ব্লক এলাকার ৪০ জন জনজাতি অংশের কৃষককে ২০১৯-২০ অর্থবছরে এস এম এ এম প্রকল্পে ৮৫ হাজার টাকা ভর্তুকিতে ৪০ টি পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ৩৪ লক্ষ টাকা। একই অর্থ বছরে এন এফ এস এম প্রকল্পে ১৩০০ টাকা ভর্তুকিতে ১০০ জন কৃষককে ১টি করে স্পে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। রাজ্য প্রকল্পে ১৩০০ টাকা ভর্তুকিতে আরও ৫৫ জন কৃষককে ১টি করে স্পেয়ার মেশিন বিতরণ করা হয়। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ১ হাজার ৫০০ টাকা। তাছাড়া এন এইচ এস এম প্রকল্পে ১০ হাজার টাকা ভর্তুকিতে ৭ জন কৃষককে সেচের মেশিন এবং ৬ জন কৃষককে পি এম কে এস ওয়াই প্রকল্পে ৬টি সেচের মেশিন বিতরণ করা হয়। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। তুলাশিখর কৃষি মহকুমা তত্ত্বধায়ক স্বপন দেববর্মা এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে ধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। বি এস এন এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দাবিতে উত্তর গেটে বিএসএনএল অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রতিদিন কাজের সময় ৮ঘন্টা থেকে থেকে বৃদ্ধি করে ১২ঘন্টা কোনভাবেই করা যাবে না, বিএসএনএল এর কর্মীদের বকেয়া এপ্রিল মাসের বেতন অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে। দাবিগুলি সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। অবিলম্বে এসব দাবি মিটিয়ে না দেওয়া হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ জানান লক ডাউন চলার ফলে আন্দোলন থেকে তারা অনেকটাই বিরত রয়েছেন। বৃহস্পতিবারও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই তারা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হন।

কাঞ্চনপুরে মৎস্যচাষীদের জন্য ঘর নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দশদা ব্লকের মোট ৩০টি মৎস্যচাষী পরিবারকে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেবার কাজ চলছে। দশদা ব্লকের উত্তর তুইসামা ভিলেজে

ছয়ের পাতায় দেখুন

অমরপুর মহকুমায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অগিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ২০৬টি পরিবারকে অমরপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায় ১০ লক্ষ ৫০০ টাকার আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মহকুমার ১৯৬টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সহায়তা করা হয়েছে। এই কাজে প্রশাসনের ৯ লক্ষ ২০ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হয়েছে। অমরপুর মহকুমা প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে সাম্পতিক ঘূর্ণিঝড়ে মহকুমার সম্পর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ ১৬টি, তীব ক্ষতিগ্রস্থ ২৬টি, আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ১০৭টি এবং অগিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ৪টি পরিবারকে ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৫৬০৯

নয়াদিল্লি, ২১ মে (হি. স.): করোনা দৌরাত্ম্য গোটা দেশজুড়ে।বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৫৬০৯।ফলে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১২,৩৫৯। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৩,৬২৪। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৪৫,৩০০। মৃত্যু হয়েছে ৩৪৩৫। বৃহস্পতিবার সকালে এই তথ্যই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। মারণ এই রোগে সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে সব মিলিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ৩৯২৯৭। এর পরেই রয়েছে তামিলনাড়ু, গুজরাট এবং দিল্লি। সেখানে আক্রান্ত যথাক্রমে ১৩১৯১, ১২৫৩৭ এবং ১১০৮৮। উল্লেখ করা যেতে পারে মারণ এই রোগ মোকাবিলায় গোটা দেশজুড়ে চতুর্থ দফার লকডাউন চলছে। অনেকাংশে লোকজনকে শিথিল করা হয়েছে।কিন্তু করুনার দৌরাত্ম্য দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

পঃবঙ্গের উদ্দেশ্যে বাসে রাজ্য ত্যাগ করলেন ২২ জন শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। লক ডাউনের ফলে রাজ্যে আটকে পড়া পশ্চিমবঙ্গের ২২ জন শ্রমিক বাসে করে নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। আগরতলা শহরের রামনগর এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে পশ্চিমবঙ্গের মুর্সিদাবাদ থেকে এই ২২ জন শ্রমিক। কিন্তু লক ডাউনের কারনে তারা রাজ্যে আটকে পরে। অনেক চেষ্টা করেও তারা নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে তারা সরকারের নির্দেশিকা মেনে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক থেকে অনুমতি নিয়ে একটি বাসে করে নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বুধবার রাতে রাজধানীর ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী থেকে এই ২২ জন শ্রমিককে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় বাস গাড়িটি। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক অসিম সাহা, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। সদর মহকুমার মহকুমা শাসক জানান জেলা প্রশাসন থেকে অনুমতি নিয়ে তারা নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। এইদিকে এক শ্রমিক জানায় ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। সরকার থেকে তাদের নগদ টাকা সহ রেশন সামগ্রী প্রদান করেছে। বর্তমানে তারা নিজেদের উদ্যোগে বাস গাড়িটি ভাড়া করেছে। মাথা পিছু তাদেরকে ৬ হাজার টাকা করে বাস ভাড়া দিতে হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। করোনা পরিসিতি মোকাবিলায় ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের সমস্ত অফিসার ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের উদ্দেশ্যে ৩১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬২০ টাকার চেক বৃহস্পতিবার উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এইদিন মহাকরণে বিদ্যুৎ নিগমের সচিব এম এস কেলে উপমুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই চেক তুলে দেন। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের এই ধরনের উদ্যোগের জন্য শুভেচ্ছা জানান। কোভিড মোকাবিলা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রান তহবিলের উদ্দেশ্যে যে অর্থরাশি প্রদান করা হচ্ছে তা সঠিক ভাবে মানুষের স্বার্থে কাজে লাগাতে একটি সিস্টেমে আনা হয়েছে। এর জন্য গাইডলাইন চালু করা হয়েছে। কোভিড ১৯ —এর ফলে শ্রমিক এবং গরিব অংশের মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

লকডাউন-এ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ক্ষতিপূরণে প্রাইমারি সেক্টরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে : ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কৃষি, হর্টিকালচার, প্রাণীপালন, মতস্যচাষ, রেশম চাষ, ক্ষুদ্রশিল্প ইত্যাদি প্রাইমারি সেক্টরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ত্রিপুরা সরকারও এই ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত "প্রাইমারি সেক্টরে ব্যবসা সম্প্রসারণ" শীর্ষক একদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। সাথে তিনি যোগ করেন, কৃষিনির্ভর আমাদের এই রাজ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করাই ত্রিপুরা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এর জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারই ত্রিপুরায় প্রথম ন্যূনতম সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ বছরও কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে প্রতি কেজি ধান ১৮ টাকা ১৫ পয়সা দরে ২০ হাজার মেট্রিকটন কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে ৪১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করার ফলে কৃষকরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন, তেমনি ধান চাষের প্রতিও কৃষকদের উতসাহ বেড়েছে, বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি ধান চাষের কাজে যুক্ত আছেন। যাদের ১ একর বা আড়াই কানি জমি রয়েছে তাদের জমিকে বিমার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য "মুখ্যমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা" নামে একটি প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এই প্রকল্পে যে সকল কৃষকের ১ একর বা আড়াই কানি জমি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কানি প্রতি কৃষকরা ১০ টাকা বিমার প্রিমিয়াম বহন করবে।

আর রাজ্য সরকার কানি প্রতি বহন করবে ২১০ টাকা। এর ফলে রাজ্যের ৩ লক্ষ ৯ হাজার প্রান্তিক চাষি উপকৃত হবেন। এছাড়াও যে সব কৃষকের ১ একরের বেশি জমি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কানি প্রতি ১০০ টাকা বিমার প্রিমিয়াম দিতে হবে। আর এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কানি প্রতি ১২০ টাকা বহন করবে। রাজ্যে এ রকম ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ক্ষুদ্রচাষি উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পটি রূপায়ণে রাজ্য সরকারের বছরে ব্যয় হবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যে বড় মাত্রায় জৈব চাষ করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই ৯ হাজার হেক্টর জমি জৈব চাষের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া আরও ১৫ হাজার হেক্টর জমিকে জৈব চাষের জন্য চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, রাজ্যের উতপাদিত ফসলের সঠিক গুণমান এবং প্রক্রিয়াকরণের পর তা সঠিকভাবে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে রাজ্যের ৮টি কৃষি নিয়তি বাজারকে ই-ন্যাম-এর অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা সরাসরি দেশের ও বিশ্বের অন্যান্য বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অধিক মূল্যে উতপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধান চাষের পাশাপাশি প্রাণীপালন, মতস্যচাষ, ফুলচাষ ও মৌমাছি চাষেও ত্রিপুরা সরকার গুরুত্ব দিয়েছে।

ত্রিপুরায় দুধ উতপাদন বৃদ্ধি এবং স্বরোজগার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংকর প্রজাতির গো-পালনে উতসাহিত করা হচ্ছে। মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে মেলাঘরের রুদ্রসাগরের পাড়ে বসবাসকারী একহাজার সুবিধাভোগীকে হাঁসের ছানা বিতরণ করার প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যেই একহাজার সুবিধাভোগীকে ২৪ হাজার হাঁসের ছানা বিতরণ করা হয়েছে। এই হাঁসগুলি থেকে বর্তমানে ভালো পরিমাণে ডিম উতপাদন হচ্ছে। তাঁর দাবি, এছাড়াও যাঁরা মতস্যচাষ, ফুলচাষ এবং মৌমাছি চাষে যুক্ত রয়েছেন তাঁদেরকেও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্যে লকডাউনজনিত কারণে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণে কৃষি, হর্টিকালচার, প্রাণীপালন, মতস্যচাষ ইত্যাদি প্রাইমারি সেক্টরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কৃষকদের এই ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে আরও সচেতন করতে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করার লক্ষ্যে এ ধরনের কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

মুঙ্গিয়াকামীতে যান দূর্ঘটনায় আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। লকডাউনের মাঝেও যান দুর্ঘটনা অব্যাহত। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধিন ৩৪ মাইল এলাকায় দূর্ঘটনায় পড়ে গাড়ি। গাড়ি নিয়ে অনামিকা দেববর্মা ও সাগরজিৎ দেববর্মা টাকারজলা থেকে আমবাসা যাবার পথে জাতীয় সড়কের ৩৪ মাইল এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। অভিযোগ গাড়িটির পেছন দিকে একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। যার ফলে রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি। গাড়িতে থাকা দুজন অল্পবিস্তর আহত হয়।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর রাজীব গান্ধীর মৃত্যু দিবস রাজ্যেও পালন করল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ মে।। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মৃত্যু দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করল প্রদেশ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর মৃত্যু দিন। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই দিনটিকে পালন করা হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে প্রয়াত রাজীব গান্ধীর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে উত্তোলন করা হয় জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সাংগঠনিক পতাকা। তারপর তারা সকলে যান গান্ধী ঘাট। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা গান্ধী ঘাট শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তারপর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয় জানান বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজীব গান্ধী অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ত্রিপুরা সরকার
আমাদের অঙ্গীকার, কৃষকবন্ধুদের পাশে সরকার
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব- এর উদ্যোগে
আগামী ২৬শে মে, ২০২০ থেকে চালু হতে চলেছে কৃষকদের থেকে সরাসরি ধান কেনার কর্মসূচি
- চলতি বোরো মরসুমের লক্ষ্যমাত্রা ২০,০০০ মেঃ টন।
- ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৮১৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল, একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৩০ কুইন্টাল ধান বিক্রয় করতে পারবেন।
- প্রথম পর্যায়ে ২৬শে মে থেকে সারা রাজ্যে ২১ টি ধান ক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে।
- রাজ্য কোষাগার থেকে ধানের সহায়ক মূল্য বাবদ ৩৬.৩০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ আরো ৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে।
ধান বিক্রয় করতে ইচ্ছুক কৃষকবন্ধুগণ অতিসত্বর নিকটবর্তী কৃষি বিভাগের অফিস অথবা মহকুমা শাসকের অফিসে (খাদ্য বিভাগ) যোগাযোগ করুন।
ICA/D-106/2020-21
সহায়তার জন্য ১৯৬৭ অথবা ১৮০০-৩৪৫-৩৬৬৫ (টোল ফ্রি) নম্বরে ডায়াল করুন।
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।